ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-83 ■ 23 December, 2025 ■ আগরতলা ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশের পাল্টা চাপ, অনির্দিষ্টকালের জন্য দিল্লি ও আগরতলায় ভিসা পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। কয়েক মাসের ব্যবধানে ফের একবার বন্ধ করে দেওয়া হলো বাংলাদেশের ভিসা প্রদান ও কনস্যুলার পরিষেবা। অনির্দিষ্টকালের জন্য দিল্লিতে বাংলাদেশের ভিসা কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি আগরতলাতেও ভিসা পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন।

আগরতলাস্থিত সহকারী হাই কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আগরতলাস্থিত সহকারী হাই কমিশন থেকে সমস্ত ধরনের ভিসা ও কনস্যুলার পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এই সময়কালে পর্যটন, চিকিৎসা, ব্যবসা কিংবা অন্য যে কোনও ধরনের ভিসা প্রদান সম্পূর্ণভাবে স্থগিত থাকবে। পাশাপাশি পাসপোর্ট সংক্রান্ত পরিষেবা, কনস্যুলার অ্যাটেস্টেশন সহ যাবতীয় পরিষেবাও বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে হঠাৎ করে কেন আবার এই ভিসা পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সে বিষয়ে

BANGLADESH ASSISTANT HIGH COMMISSION AGARTALA, TRIPURA

বিজ্ঞপ্তি

Notice

This is to inform all concerned that, due to unavoidable circumstances, all visa and consular services at the Bangladesh Assistant High Commission in Agartala will remain closed from tomorrow, 23 December 2025, until further notice.

এখনও স্পষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি। তবে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, " অনিবার্য পরিস্থিতির কারণেই দিল্লিতে ভিসা ও কনস্যুলার পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই পরিষেবাগুলি বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর, বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির অবনতি এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে জানা গেছে, শুধু ভারতেই নয়, বাংলাদেশেও একইভাবে ভিসা প্রদান প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে দু'দেশের মধ্যে সাধারণ যাতায়াত, চিকিৎসা সংক্রান্ত ভ্রমণ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু মানুষ চিকিৎসা ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাংলাদেশে যাতায়াত করেন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে নয়াদিল্লি ঢাকায় ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে রাজশাহী ও খুলনাতেও ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ করা হয়। এমনকি চট্টগ্রামেও ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে রক্তাক্ত রাজপথ

- যাত্রীবাহী বাস উল্টে আহত ২২
- নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো নদীতে, আহত ৪
- দুই গাড়ির সংঘর্ষে আহত শিশু ও মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আজ অমরপুর—নুতনবাজার সড়কের দলুমাস্থিত পঞ্চম বাহিনী টিএসআরের সদর দপ্তর সংলগ্ন এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। ওই দুর্ঘটনায় অন্তত ২২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের দ্রুত অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের মধ্যে পরিচয়হীন একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। অন্যান্য আহত যাত্রীরা বর্তমানে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত এক যাত্রী সংবাদমাধ্যমকে জানান, বাসটিতে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা হচ্ছিল। তার জেরেই দ্রুতগতিতে চলার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বাসটি উল্টে যায়। প্রাথমিকভাবে আরও জানা যাচ্ছে, বাসটি অত্যন্ত পুরনো হওয়ায় চলন্ত অবস্থায় স্টিয়ারিং লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির নম্বর টিআর০৩১৩৮২.।

এই দুর্ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করল, চালকের অসাবধানতা এবং আনফিট ও পুরনো যানবাহন নিয়ে রাস্তায় নামা কতটা ভয়াবহ বিপদের কারণ হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনাটি আরও বড় আকার নিতে পারত এবং প্রাণহানির আশঙ্কাও ছিল প্রবল। অল্পের জন্য বহু যাত্রী প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছেযদি এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটত, তাহলে তার দায়ভার কে নিত? প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসটির ফিটনেস ও দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিকে, ত্রিং উৎসব সেরে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি অটো। ঘটনাটি ঘটেছে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন চাকমাঘাট বিশ্বকর্মা মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি সড়ক থেকে ছিটকে খোয়াই নদীতে পড়ে যায়।

এই দুর্ঘটনায় দু'জন যুবতী ও দু'জন যুবক আহত হন। আহতদের মধ্যে অটো চালক রমেশ দেববর্মার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করেছে।

অপরদিকে, আগরতলার আশ্রম চৌমুহনিতে একটি কংক্রিট ট্রাক মিক্সারের সঙ্গে অটোর ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় অটোতে থাকা এক শিশু ও এক মহিলা আহত হয়েছেন। ঘটনার পর ট্রাক মিক্সারের চালক ৬ এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনার জন্য রাজ্যের সব জেলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে ১৭তম স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিলের সভায় পরিবহণমন্ত্রী রাজ্যের সড়ক দুর্ঘটনার সাম্প্রতিক তথ্য এবং জেলা রোড সেফটি কাউন্সিলের গৃহীত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। মূলত সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ আদালতের নীতি নির্দেশিকা রূপায়ণ, নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে একমাসব্যাপী জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস উদযাপনের বিষয়সমূহ নিয়ে আজকের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীরা ত্রুটি খোঁজে, আমরা অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করছি : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত মানুষের জন্য কাজ করছে এবং একটি নতুন ত্রিপুরা গড়ার চেষ্টা করছে।

আজ আমতলির বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ মিশন-রোটারি মোবাইল ডেন্টাল ক্লিনিকের উদ্বোধন ও হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, উত্তর-পূর্বে পর্যটন বিকাশের জন্য উচ্চ-স্তরের টাস্কফোর্সের একাধিক বৈঠক হয়েছে। সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে, কারণ আমাকে প্ল্যানারী সেশনের আগে বিশদ জমা দিতে হবে। আজ হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন যে যেহেতু আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উত্তর-পূর্বে পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছেন এবং নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। আমরা একটি প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। আর আমি কখনই কোনও বৈঠক মিস করি না এবং আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়, আমি উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সেটা পালন করি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানসিক চাপমুক্ত থাকতে হলে মন খুলে হাসতে হবে। চাপ এবং চাপমুক্ত থাকার এটাই একমাত্র উপায়। ত্রিপুরায় একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হবে, যা আগে কেউ ভাবেনি। আট মাসের মধ্যে, আমি অনেক বাধার মধ্যে এটি স্থাপন করেছি। এই ভ্যানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেমন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন সমাজের অন্তিম স্তর পর্যন্ত সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এই মোবাইল ডেন্টাল ক্লিনিক, ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের দুটি চেয়ার সহ প্রায় ১০ জন কর্মী থাকতে পারেন। দাঁতের বা মুখের সমস্যায় ভুগছেন এমন লোকেরা এখানে চিকিৎসা নিতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একটি অনুরোধ এসেছে এবং তিনি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরে ইংরেজি ছাড়াও বিদেশী ভাষা কোর্স চালু করার জন্য জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী শুভ্রানন্দ মহারাজ জিকে অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমরা খুশি যে রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডি নীতিগতভাবে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছে। এটি বাস্তবায়ন করা উচিত। আমি শুনেছি যে তিনি শীঘ্রই এখানে আসবেন। প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।

সেই বিরোধীদের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাদের কাজ শুরু হয় ত্রুটি খুঁজে বের করার। তারা ফোনে রাজনীতি করেন। তারা আমাদের নাম বদনাম ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার জাল নোট, ধৃত বিহারের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। আগরতলা—দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে জাল নোট পাচারের অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল জিআরপি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জিআরপি—এর এসওজি টিম রবিবার আগরতলা—দেওঘর এক্সপ্রেস (ডাউন) ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে অভিযুক্তকে আটক করে।

ধৃতের নাম এমডি একরাম আনসারী (২৭)। তিনি বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার হাসানপুর এলাকার বাসিন্দা। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর ব্যাগ থেকে একাধিক সিম কার্ড, দুটি ব্যাঙ্ক পাসবুক, একটি চেকবুক, দুটি এটিএম কার্ড এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, চারটি কালো প্যাকেটের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মোট ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের জাল নোট।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউজলপাইগুড়ি ও এসওজি টিম। জাল নোটের উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের : বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তৃণমূল যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন বাংলার অবস্থা আরও কাহিল হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

সাংসদ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকলেও সেখানে হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজো ও সরস্বতী পুজোর সময় মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর হিন্দুদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, সাহস থাকলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে গিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করে আনুন।

বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বরোচিত হামলা ও দিপু দাসের হত্যার প্রসঙ্গ তুলে সাংসদ বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটছে। এক যুবককে জীবন্ত হত্যা করার ঘটনাও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস সংসদে বসে নাটক করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, যদি সত্যিই হিন্দুদের জন্য চিন্তা থাকে, তবে তৃণমূল নেতৃত্বকে বাংলাদেশে গিয়ে তাঁদের রক্ষা করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এছাড়াও এমজিএনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রতিবাদ নিয়েও কটাক্ষ করেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখনো বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ বহু মনীষীর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করা হয়নি। অথচ গান্ধীজীকে অসম্মান করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন তারা। বিজেপি গান্ধীজিকে যথেষ্ট সম্মান করেন। অপরের দিকে আঙুল তোলার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নিজেদের দিকে তাকানো উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। সাংসদের বক্তব্য, যদি ৬ এর পাতায় দেখুন

পুনর্বাসন প্রকল্প চালু সহ ৩ দফা দাবিতে

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের জাতীয় সড়ক অবরোধ, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। তিনদফা দাবিতে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন 'ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নড ডিমান্ড কমিটি'-র ডাকে রবিবার গভীর রাত থেকে আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়কে অবরোধে বসে। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এরফলে বড়মুড়া এলাকায় পণ্যবোঝাই ট্রাকসহ বহু যানবাহন দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের তিন দফা দাবির মধ্যে অন্যতম হল ২৩ কোটি টাকার বিস্তৃত পুনর্বাসন প্রকল্প অবিলম্বে পুনরায় চালু করা এবং মূলস্রোতে ফিরে আসা প্রাক্তন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মুলতুবি মামলা প্রত্যাহার করা হোক।

অবরোধে অংশ নেওয়া এক আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি জানান, তাঁরা ১৯৯৮ সালের আগের আত্মসমর্পণকারী, যাঁরা তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মূলস্রোতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, সঠিক পুনর্বাসন ও স্থায়ী বসতির জন্য ২০০৭ সালের ২২ মে ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০০৮ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। পরে সরকার পরিবর্তন, তার উপর কোভিড পরিস্থিতির কারণে সব প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত কোনও আপডেট পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন প্রকল্প পুনরায় চালুর দাবি জানাচ্ছি। আমরা বারবার প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েছি, কিন্তু কোনও ফল মেলেনি।

প্রতিবাদকারী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনের অধীনে তিন বছর ধরে কোনও সমস্যা ছাড়াই প্রকল্প চলেছিল। কিন্তু চলতি বছরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের রাবারের চারা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চারাগুলি রক্ষার জন্য বেড়া দেওয়ার অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। বহুবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দাবি পূরণ না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলবে, তিনি হুঁশিয়ারি দেন। ৬ এর পাতায় দেখুন

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিতে সরকারি লাইসেন্স বাধ্যতামূলক, সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। *তামাকের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামীদিনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করতে হলে সরকারি লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতিগত আলোচনা নিয়ে রাজ্যভিত্তিক এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আরবান ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মুখ্য বাস্তুকারের* ৬ এর পাতায় দেখুন

পেনশন ও মহার্ঘভাতার দাবিতে আগরতলায় গণবিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর ।। ইপিএফ ১৯৯৫ পেনশন সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে সোমবার আগরতলায় ভবিষ্যনিধি ভবন প্রাঙ্গনে গণবিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মিলিত যৌথ সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ ডিসেম্বর।। এমজিএনরেগা নাম পরিবর্তন করে দিয়ে 'ভিবি—গ্রাম জি' নামে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার বিলোনিয়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি। এদিন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলা এলাকায় এসে শেষ হয়। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ৬ এর পাতায় দেখুন

শীতের আমেজে গ্রাম-শহরে পিঠে-পুলির কদর বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। হিমেল হাওয়ার ছোঁয়ায় গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেছে পিঠা-পুলির উৎসবের প্রস্তুতি। শীত পড়তেই গ্রামবাংলার পাশাপাশি শহরের আনাচে-কানাচে বাড়িঘরে ফিরে এসেছে পিঠা-পুলির চিরচেনা আমেজ, যা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উষ্ণতা।

শীত এলেই ভোরের কুয়াশা ভেদ করে গ্রামীণ বাড়ির উঠোনে জ্বলে ওঠে মাটির চুলার কাঠের আগুন। সেই আগুনে ধীরে ধীরে সেদ্ধ হয় চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি নানা রকম পিঠা। এমনই এক চিরচেনা দৃশ্যমাটির চুলার উপর হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে পিঠা, পাশে থালা-বাটিতে সাজানো প্রস্তুত পিঠা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই দৃশ্য যেন শীতকালীন গ্রামীণ জীবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

শহরতলী থেকে কিছুটা দূরে গ্রাম্য ঘেষা পরিবেশের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পিঠা-পুলি শুধু একটি খাবার নয়, এটি গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শীতের সকালে পরিবারের নারী সদস্যরা একত্রিত হয়ে পিঠা বানান। সেই সঙ্গে চলে গল্প, হাসি আর স্মৃতিচারণা। ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ পুলিপ্রতিটি পিঠার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আলাদা স্বাদ ও আবেগ।

শিশুদের অপেক্ষা থাকে কখন গরম পিঠা নামবে, আর বয়স্কদের চোখে ভেসে ওঠে তাঁদের শৈশবের স্মৃতি। প্রবীণদের কথায়, এক সময় শীতকাল মানেই ছিল পিঠা-পুলির মৌসুম। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পিঠা পাঠানো কিংবা অতিথি আপ্যায়নে পিঠা পরিবেশন ছিল সামাজিক সৌহার্দ্যের প্রতীক।

যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে জীবনে ফাস্টফুডের প্রভাব বেড়েছে, তবু গ্রামীণ সমাজে এই ঐতিহ্য এখনও অনেকটাই অটুট রয়েছে। সংস্কৃতি বিশ্লেষকদের মতে, পিঠা-পুলি গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতি ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতীক। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা এই জীবন্ত ঐতিহ্য শীতের সকালে মাটির চুলার ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং
৭ পৌষ, মঙ্গলবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও বাস্তব

ডিজিটাল ইন্ডিয়া হইল ভারতের একটি জাতীয় উদ্যোগ, যাহা ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শুরু হইয়াছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশকে একটি ডিজিটাল অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করা। এই প্রকল্পটি দেশের নাগরিকদের কাছে ডিজিটাল পরিষেবা সহজলভ্য করিবার পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার দিকে মনোযোগ দেয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি নাগরিককে একটি ইউনিক ডিজিটাল পরিচয় প্রদান করা (যেমন, আধার), ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি করা, এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ব্রডব্যান্ড পৌঁছিয়া দেওয়া।অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলি জনগণের কাছে পৌঁছিয়া দেওয়া এবং কাগজবিহীন প্রশাসন গড়িয়া তোলা।সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতা উন্নত করিয়া তাহাদের ই-গভর্নেন্স এবং ই-কমার্সের সুযোগ নিতে সক্ষম করা নতুন স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবসার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়িয়া তোলা।ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে।

অনলাইন লেনদেন নিয়া বিপুল চর্চা মানেই কিন্তু তাহা সফল নয়! কারণ, এই ধরনের 'যুগান্তকারী' উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করিয়া সমাজের ভিতের উপর। অর্থাৎ শিক্ষা। আর নরেন্দ্র মোদির এই সাধের স্লোগানের ছিটেফোঁটাও পৌঁছায়নি দেশের সিংহভাগ স্কুলে। সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারই জানাইয়াছে, ভারতের ৭৬ শতাংশ সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সংখ্যার বিচারে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৮৬টি। সমাজ গড়িবার কারিগর তৈরি হয় বিদ্যালয়ে। আর সেখানেই যখন ন্যূনতম ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কীসের সফল ডিজিটাল ভারত?

লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে কংগ্রেস সাংসদ জিকে পারাভি এবং আইইউএমএলের সাংসদ এমপিএ সামাদানি জানিতে চাহিয়াছিলেন, এই মুহূর্তে দেশের কতগুলি সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে। তাহারই লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর পেশ করা পরিসংখ্যানে চোখ কপালে উঠিয়াছে শিক্ষা মহলের। উদ্বেগের ভাঁজও বাড়িয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে দেশের মোট ১০ লক্ষ ২২ হাজার ৩৮৬টি সরকারি স্কুলের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৪৭ হাজার বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ, মাত্র ২৪.১৬ শতাংশ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল, বহু রাজ্যেই সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। যেমন, উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৮.৮১ শতাংশ, ত্রিপুরায় ১৬ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ১৫.৬২ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ১৭.৭৭ শতাংশ, অসমে ১০.২৯ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে। আর এক 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্য বিহারের সরকারি স্কুলে এই হার মাত্র ৫.৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ, কেন্দ্রের যে বিজেপি সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া নিয়া প্রবল ঢাকঢোল পিটিয়ে যাইতেছে , সেই 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে তাহা বাস্তবায়িত করিতে হিমশিম খাইতেছে। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে পেশ করা রিপোর্ট দেখাইতেছে , ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি স্কুলগুলির পরিস্থিতি তুলনায় ঢের ভালো। কারণ, সারা দেশে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৪৪টি। এর মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে ২ লক্ষ ২৭৪টিতে। অর্থাৎ, দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ বেসরকারি স্কুলই ইন্টারনেট পরিষেবা পায়। তার মানে কি সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সার্বিক পরিকাঠামো থেকেই বঞ্চিত হইতেছে? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠিয়াছে। বিষয়টি নিয়া ইতিমধ্যেই রীতিমতো চর্চা শুরু হইয়াছে। লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী জানাইয়াছেন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকেই 'নিষ্ঠা' (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ ফর স্কুল হেডস অ্যান্ড টিচার্স হোলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট) কর্মসূচি চালু করা হইয়াছে। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে অনলাইন মাধ্যমেও 'নিষ্ঠা' প্রকল্প চালু হইয়াছে। বিরোধীদের কটাক্ষ, এটা কি সাফাই নয়? পঠনপাঠনে কোনও খামতি রাখা হইতেছে নাএটা বুঝিয়ে কি ড্যামেজ কন্টোল করিতে চাইছে কেন্দ্র?

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

যীশু

রাজীব মুখোপাধ্যায়

যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রায় চৌদ্দশো বছর পূর্বে ইহুদী জাতিরা ছিল যেমন অশিক্ষিত তেমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

তাঁদের সার্বিক কল্যান কামনার্থে মুসা Moses ও জিহোবা ahve নামে দুই একেশ্বরবাদী পরিত্রাতা-উপাসনা, ধর্মনীতিমূলক শিক্ষা এবং নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে জাতির দুর্দশা অপনোদন করার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসা প্রবর্তিত ধর্মই ইহুদী Judaism নামে পরিচিতি লাভ করে। মুসা প্রবর্তিত ইহুদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহুকাল ব্যাপী আমজনতা ধর্মনীতির পথে পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের প্রভাবে এই ধর্মের প্রতি মানুষ এক সময় আস্থাহীন হয়ে পড়ে। সেই সময় সমগ্র ইহুদীগণ Pharisee G Sadducee দুটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। Pharisee — গণের ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যিক আচারের প্রতি ছিল বেশি পক্ষপাতীত্ব। অন্যদিকে Sadducee ---গণেরা ছিলেন অভিজাত বংশীয় এবং ঘোর সন্দেহবাদী। এই দুই সম্প্রদায়ই ধর্মতত্ত্বের তুলনায় বাহ্যিক আড়ম্বর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই কপট ও স্বৈরাচারী ধার্মিকদের হাত থেকে ইহুদী সম্প্রদায়কে রক্ষার্থে আজ থেকে দুই সহস্র একবিংশ বছর পূর্বে ধর্মরাজ্য স্থাপনার্থায় জন্ম পরিগ্রহ করতে হয়েছিল মহামানব যীশুখ্রিস্টকে। শ্রীকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত সেই অমোঘ বাণী 'সম্ভবামী যুগে যুগে' কথাটিকে পূর্ণতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ইহুদী জাতির মধ্যে যা কিছু মহৎ ও মহান সেই গুণাবলীর সাকার বিগ্রহ ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারস্বরূপ যীশুর আবির্ভাবে পূর্ণতালাভে সক্ষম হয়েছিল।

যীশু আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে এক উচ্চকোটির মহামানব। তিনি ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত। ঈশ্বরের মানস পুত্র। তিনি যোশেফের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন না। শুক্রাণু ব্যতীতই কুমারী মেরির গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। যেমনটি প্রায় পাঁচহাজার বছর পূর্বে মহাভারতে বর্ণিত কর্ণও শুক্রাণু ব্যতীতই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যের বরে তিনি কুন্তির কান দিয়ে জন্মেছিলেন। সেই কারণে তাঁকে কানিন পুত্র নামেও অবিহিত করা হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় পুত্রদের বলা হয় 'অশিশ্নসম্ভব'।

খ্রিস্ট আর কেষ্টর মধ্যে তফাৎ কিছু চোখে পড়ে না। যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ (?) করেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। দু'জনেরই মৃত্যুর একমাত্র কারণ ছিল লৌহ ফলক। একজনের জন্ম হয়েছিল বেথেলহমে মেষপালকদের ছাউনিতে আর অন্যজনের জন্ম হয়েছিল মথুরার কারাগারে। সময়টাও প্রায় সমান — মধ্যরাত্রি। খ্রিস্ট জন্মেছিলেন দায়ূদের বংশে আর কৃষ্ণ জন্মেছিলেন যাদব বংশে। তখন রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি জুলিয়াস সিজারের পুত্র অগাস্টাস সিজারের অধীনস্থ ছিল ইতিহাস বিখ্যাত প্যালেস্টাইন। আর প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ছিল জেরুজালেম শহরটি। অগাস্টাস সিজারের সামন্তরাজা ছিলেন জেরুজালেমের হেরড। হয়তো অনেকেই জানেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লোক গণনার সূত্রপাত শুরু হয়েছিল অগাস্টাস সিজারের আমলেই।

পূর্বদেশ থেকে আগত পন্ডিতদের মুখে জেরুজালেম-এর রাজা হেরড খ্রিস্টের জন্ম বৃত্তান্ত শুনে ভয়ে ও ত্রাসে যেমন শিউরে উঠেছিলেন ঠিক তেমনি আকাশবাণী মারফৎ কৃষ্ণের ভাবী জন্মের আশঙ্কায় মথুরার রাজা কংস-এর সিংহাসনও সেদিন ভয়ে ও ত্রাসে কেঁপে উঠেছিল। রাজা হেরড শুনতে পেয়েছিল জেরুজালেমে জন্ম নিয়েছেন আগামী দিনের রাজা অন্যদিকে রাজা কংস শুনতে পেয়েছিল তাঁর বিনাশকারী জন্ম নিয়েছেন মথুরায়। জেরুজালেমের রাজা হেরড এবং মথুরার রাজা কংস দু'জনেই তাঁদের প্রাণ নাশে উদ্যত হয়েছিল। দেবদূতদের পরামর্শ অনুযায়ী খ্রিস্টের পরিবারকে অত্যন্ত গোপনে জেরুজালেম থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল মিশরে। অন্যদিকে পরিত্রানায় সাধুনাং এবং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণকে দুর্যোগে ভরা রাত্রির অন্ধকারে গোপনে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল গোকুলে। কী অদ্ভুত মিল দু'জনার ! অবশ্য এই রকম সাদৃশ্য আরো অনেক আছে ইতিহাসের পাতায়। সুতরাং নতুন কিছু নয়, এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। আবার খ্রিস্ট আর কৃষ্ণ তাঁরা দু'জনেই বলেছিলেন তাঁদেরকে বিশ্বাস করতে। খ্রিস্ট বলেছিলেন, তিনি যা বলছেন তা পরম পিতা ঈশ্বরের কথা, তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র তাঁকে স্মরণ করতে। শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রিস্টের ন্যায় বিরাট অবতারেরা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন লীলা প্রদর্শনের জন্য আর তা সমাধা হলেই স্বেচ্ছায় তাঁরা তিরোহিত হন এই মায়াঘেরা পৃথিবী থেকে।

যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা মিশর থেকে ইজরাইল ফিরে এসেছিলেন সামন্তরাজ হেরডের মৃত্যুর পরে। জেরুজালেমে তখন হরডের পুত্র আর্থেলাউস-এর রাজত্বকাল। পিতার চেয়েও তিনি ছিলেন আরও নৃশংস। আবারও পালিয়ে যেতে হয় যোশেফের পিতৃভূমি নাজারেথে।

যীশু যখন জেরুজলেমে স্থায়ীভাবে ফিরে এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। নিজেকে তিনি ঈশ্বর তনয় বলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে থাকেন। ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূত না হলে স্বয়ং ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে সম্বোধন করবেনই বা কেন ? তাছাড়া আমরা জানি অবতার বরিষ্ঠ মহাপুরুষেরা বাকসিদ্ধ হন। সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা কখনো মিথ্যে বলেন না। এমন কি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ও তিনি দুস্কৃতকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — 'হে ঈশ্বর, এরা জানে না যে, এরা কী পাপ কাজ করছে। তুমি এদের ক্ষমা করে দিও'। এই নৃশংস পাশবিক অত্যাচার করার পরেও তাঁর নির্দয় নির্মম ও পশু তুল্য হত্যাকারী মানুষগুলোর প্রতি ছিল তাঁর অপার করুনা। যীশু তাঁদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা পর্যন্ত করেছিলেন। এইরূপ উদার ও মহৎ প্রাণ কী কোন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় ? যীশুখ্রিস্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তার প্রত্যেকটির ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য নয় বা তাঁর কর্মফলের দরুণ নয় — এসেছেন, কেবলমাত্র মানবজাতির উদ্ধার সাধনের জন্য। সমগ্র মানবকুলের পরিত্রাতা হয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে। ঈশ্বর মানবের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সমগ্র মানবজাতির পাপ ও দুঃখের ভার বহন করার জন্যেই রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। ঈশ্বর তনয় যীশু সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন এই বলে —'Lo– I come— I delight to do thy well'। যীশু এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণার্থ মানব দেহ ধারণপূর্বক সমস্ত মানবজাতির কল্যান কামনার্থে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাও ছিল তাঁর মহান আত্মত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যীশুর বাণী প্রচারক চারজন শিষ্য—ম্যাথ্যু, মার্ক, ল্যুক আর জন তাঁর অমর নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন'।

আমার ধারণা যীশুখ্রিস্ট তাঁর জীবনের সম্ভাব্য ক্রুশবিদ্ধ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তিনি যে মর্তলোকে ঈশ্বরের মানসপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটা তিনি আকারে ইঙ্গিতে বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেকালের দিনের সাধারণ মানুষরা তা বুঝতে চাননি। কারণ বুদ্ধিভ্রষ্ট মানুষেরা কখনো নিজের ভুল স্বীকার করেন না। যীশু বারবার ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছিলেন — 'আমিই সেই ঈশ্বরের পুত্র, আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর, তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে'। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। কেউ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে কেউ বা হয়তো তাঁর কথা অবিশ্বাসের মোড়কে মুড়ে ফলাও করে আরো পাঁচকান করেছে। তাঁরা সেদিন যীশুর বিরুদ্ধে বড় আকারের ঘোট পাকিয়েছিল। তাঁর কথা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা বরং সন্দেহ প্রকাশ করে নির্লজ্জের মতো তাঁর মুখে বলা কথার প্রমান দেওয়ার দাবি করেছিল। কিন্তু কেন ? তাঁদের কী পরম পিতা ঈশ্বরের সাথে কোন পূর্ব পরিচয় ছিল যে, ঈশ্বরের সই করা কাগজ দেখালেই তাঁরা যীশুকে চিনে ফেলতে পারতো ! তাঁরা ঐ প্রকার যুক্তিহীন কথা বলার সাহস পেয়েছিল কী ভাবে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁদের বিচার বিবেচনা এবং প্রখর দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইদানীং কালে আমাদের দেশের কত জ্ঞানী-গুণীজন তাঁদের প্রশংসা মাত্র আমাদের চোখে রাতারাতি বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। অথচ সেকালের যীশু নামের সেই শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত আত্মাকে তাঁরা চিনতেই পারলো না। প্রমাণ দিলেই কী তাঁরা যীশুকে স্বীকার করে নিত বা নির্বিবাদে তাঁর মুখ নিঃসৃত কথাগুলো মেনে নিত ? অতএব প্রমান দিলেই বা কী আসে যায় ? কথায় আছে — 'অন্ধের কী বা দিন আর কী বা রাত্রি'। তাঁদের বিচারে যে সবই সমান।

যীশু দীন, দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গীত করে দিয়েছিলেন। যীশুর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বা দৈব শক্তি ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমান তিনি বহুবার দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না সেই কালের মানুষদের। কারণ আধার ভালো হলে তবেই তত্ত্ব কথা মনে ধরে। তাঁদের আধ্যাত্মিক বা দৈব শক্তির বিষয় সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা যীশুকে মিথ্যেবাদী বলে আখ্যা দিয়েছিল। অথচ তাঁরা সচক্ষে দেখেছে যে যীশু জন্মান্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই সম্পর্কে যীশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কার পাপের ফলে লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিলেন ? তাঁর মা-বাপের কর্মফল দোষে নাকি তাঁর নিজের দোষে ? যীশু সেই প্রশ্নের জবাবদিহি করেছিলেন এই বলে — আমার হাতে একদিন দৃষ্টি ফিরে পাবে বলেই সে অন্ধ হয়ে জন্মেছিল। যীশু চারদিনের বাসি মৃতদেহকে পর্যন্ত কবর থেকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এক পঙ্গু ব্যক্তিকে তিনি তাঁর নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন শুধুমাত্র নিজেকে মহান বলে প্রমানিত করার জন্যে নয়। এইসব আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদর্শন করার একমাত্র কারণ ছিল নিজ সম্পর্কে তাঁর মুখে বলা 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' এই কথা সাব্যস্ত করা। এরচেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে ? যীশুর আগে এই পৃথিবীর বুকে এই ধরণের কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল কী ? যীশু তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের অন্তরে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা শুভ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। এর বাইরে তাঁর অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি যা বলছেন বা যা করছেন তা সবই ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে। তাঁর ব্যক্তিগত কোন কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছেন কেবল। তাঁর সময়ে ইজরাইল, জেরুজালেম, বেথেলহেম এবং জেরিকো সমেত তিনটি ধর্মের সক্রিয় প্রভাব ছিল কিন্তু যীশুর মতো এতবড় মাপের আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল সেই প্রথম। তিনি মানুষদের সঠিক পথে চালিত করতে এসেছিলেন। তাঁর বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের প্রতি আক্রোশ বা বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তিনি কখনো কোন ধর্মকে নিন্দা করেননি। শুধু বলেছিলেন — আমি যা বলছি তা স্বয়ং ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বর আমাকে যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছেন আমি তোমাদের সেই কথাই বলি। ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করাই আমার একমাত্র কাজ। নিজেকে প্রকাশ করতে আমি আসিনি। ঈশ্বরের প্রতি যারা বিন্দুমাত্র আস্থা পোষণ করে তাঁরাই আমার কথা বিশ্বাস করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে একজন মেষ পালকের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য আরো সহজ করে দিয়েছিলেন। যে মেষ পালক প্রকৃত অর্থে প্রভু হয়, মেষপালেরা তাঁদের প্রভুকে চিনতে পারে এবং তাঁরা সেই প্রভুর কথা বিশ্বাস করে। কোন অপরিচিত প্রভুর কথা তাঁরা কানে তোলে না বা তাঁকে প্রভু বলে স্বীকারও করে না। কারণ সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রভুকে তাঁরা চেনে না, তাঁকে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু যারা আমার কথা শোনে তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করে। সেই অর্থে তাঁরা আমার পরম পিতাকেও বিশ্বাস করে। যীশু সকলকে সমান অধিকার দিতে চেয়েছিলেন। উদাত্ত স্বরে তিনি সেদিন সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছিলেন। তিনি একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, ক্ষমা, ত্যাগ ও পবিত্র জীবন যাপন করার কথা বলেছিলেন। এক ব্যভিচারিণী মহিলার দ্বারা তাঁর কৃতকর্মের ফলে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার প্রতিবাদে যীশু নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত জনতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন — যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিনও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়নি তাঁরই প্রথম অধিকার মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে মারার। তিনি জানতেন সেই মহিলাটিকে সেদিন যারা হত্যা করার জন্যে ছুটে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ঘোর পাপী। সেই কারণেই ঐ রকম বিচার ব্যবস্থার উপস্থাপনা করেছিলেন তিনি। কী সুবিচার ! কী মানবিকতা ! কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ! প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রখর ও ধারালো উপস্থিত বুদ্ধির কথা মনে পড়ে যায়।

তাহলে সেদিন তিনি কী এমন অন্যায় কথা বলেছিলেন যে কারণে তাঁকে এতবড় শাস্তি পেতে হয়েছিল? মানুষের সার্বিক কল্যান সাধনের জন্যে তিনি শুধু বলেছিলেন— আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমাদের কৃষ্ণও ঠিক এমন কথাই বলেছিলেন —

সর্বধর্মনপরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীতা ১৮/৬৬)

অথচ ভারতবাসীরা সেদিন তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীর সপক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ আদায় করতে চায়নি। বরং সেই যুগের বহু জ্ঞানী-গুণীজনেরা তাঁকে নির্দ্বিধায় অবতার পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেমন ইদানীংকালের বহু মানুষ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর অনুষ্ঠিত বেশ কিছু অস্বাভাবিক আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁকে পাগল ও ছেলেধরা বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কখনো যীশুখ্রিস্টের মতো এতবড় শাস্তি পেতে হয়নি। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রমানিত যে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনায় প্রাচ্যের স্থান পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। অবতারত্ব সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা ছিল না তা বলাই বাহুল্য, যে কারণে যীশুকে এতবড় শাস্তির সন্মুখীন হতে হয়েছিল। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যীশু আমাদের দেশে জন্মালে এমনটি হতো না হয়তো।

যারা মহামানব হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত দূত হয়েই আসেন। তাঁরা দেবলোকের অধিবাসী হওয়ার কারণে মর্তলোকের কোন ভোগ্যবস্তুই তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁরা নির্দিষ্ট কাজের শেষে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। গায়ে তাঁদের পাক লাগে না। আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করেও আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিমুখতার কারণ হেতু তাঁরা আমাদের সঠিক পথ দেখাতে আসেন। আমাদের সংশোধন করতে আসেন। আসেন আমাদের শিক্ষা দিতে। আমরা যেখান থেকে আসি সেখানেই যেন ফিরে যেতে পারি। বারম্বার যেন জন্ম-মৃত্যুর রহস্যে ঘেরা এই মায়াময় সংসারে আবদ্ধ না হই। পৃথিবীটা সমস্ত জীবজগতের ক্ষেত্রে এক অস্থায়ী আবাস মাত্র। এখানকার সবকিছুই অনিত্য। যা নিত্য ও শাশ্বত তাঁরা সেই অপার্থিব বস্তুর খোঁজ দিতে আসেন। অথচ আমরা তাঁদের ফিরিয়ে দেই ব্যর্থ নমস্কারে। যখনই কোন অরাজকতা সৃষ্টি হয় তখনই তিনি আমাদের কাছে নির্দিষ্ট দূত হয়ে করেন শান্তিরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সেইজন্যেই লোক মুখে ধ্বনিত হয় গীতার সেই অমর বাণী 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে মহাকাল।

(২)

প্রকৃত অর্থে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর মৃত্যু হয়নি একথা চির সত্য। তিনি তাঁর জীবনের ভবিতব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি বারম্বার সকলকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন --- 'দেখ আমি একদিন চলে যাব। সেদিন তোমরা আমাকে খুঁজবে, আমাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি চলে যাব লোকচক্ষুর অন্তরালে' এই উক্তির একটাই অর্থ তিনি জানতেন জীবিতাবস্থায় তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসৃত হয়ে যাওয়াটাকে শ্রেয় মনে করেছিলেন। তিনি নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায় স্বেচ্ছায় সকলের দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের অন্তর্ধান রহস্যের কথা মনে পড়ে যায়। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর যেমন মৃত্যু হয়নি ঠিক সেইরকম নেতাজীরওও বিমান দুঘটনায় মৃত্যু হয়নি। তাঁদের তথাকথিত মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও তাঁরা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। দু'জনের ক্ষেত্রেই পূর্ব পরিকল্পিত একটি সাজানো ঘটনা ছিল। সুতরাং যীশুর ক্ষেত্রে প্রাণদন্ড বিচারটি কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। যীশুর জীবনের অনাগত ভবিষ্যতে আগাম কী ঘটতে চলেছে সেই বিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণদন্ডের আগের দিন সন্ধ্যে বেলায় তাঁর অন্তরঙ্গ দ্বাদশ শিষ্য সমেত পান ভোজনে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে Last supper। তাঁর দ্বাদশ শিষ্যদের মধ্যে কে যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করবে সেটাও তিনি বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ শিষ্যদের মধ্যে থেকে কাউকেই তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ শিষ্যদের মধ্যে কেউ একজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে শত্রুপক্ষের কেউই তাহলে নিশ্চিন্ত মনে উৎসবে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো না। ঠিক তার পরের দিনটি ছিল উৎসবের দিন। সকলের বিষ নজর থাকতো তাঁদের উপর। যীশু হয়তো তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের এই কারণে আগে থেকেই নিষেধ করে রেখেছিলেন সেই কাজে হস্তক্ষেপ না করার জন্যে। তাতে শত্রু পক্ষদের অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। এটা যীশুর মহান দূরদর্শীতা ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে আমার জানা নেই।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে তথাকথিত তাঁর মৃতদেহটি কি ভাবে এবং কি উপায় সংরক্ষিত করতে হবে সেই বিষয়ে হয়তো তিনি তাঁর দুই গোপন শিষ্যদ্বয়কে (যা তখন পর্যন্ত সকলের অজানা ছিল) আগাম শতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যোগবলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি আত্মাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় — 'যীশুর খোল ও শাঁস আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করলে, গায়ে বর্শা ফুটিয়ে দিলে খোলে লাগল, শাঁসে কিছু হয় নি'। মহাপুরুষেরা যোগবলে এই শক্তি সঞ্চয় করেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক — '১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তাঁহার (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একটি বড় দুষ্ট ব্রণ হইল। কাশীর প্রসিদ্ধ সার্জন তৃষিত বাবু উহার উপর অস্ত্রোপচার করেন। তখন ডাঃ চৌধুরী প্রভৃতি ছয়-সাত জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। আক্রান্ত জায়গার একটা বড় চাকা কাটিয়া তুলিয়া ফেলা হয়। অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম দ্বারা তাহাকে সংজ্ঞাহীন করিতে হয় নাই। তিনি চোখ খোলা রাখিয়া দেহ হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে হইল যেন অন্য কাহারও শরীরে অস্ত্রোপচার হইতেছে। ডাক্তার অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন তিনি আসিয়া পুনরায় ক্ষতস্থানটি দেখিলেন এবং হরি মহারাজকে কিছু না বলিয়া ধারাল কাঁচি দিয়া সামান্য একটু অতিরিক্ত মাংস কাটিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্বদিন এত বড় অস্ত্রোপচারকালে হরি মহারাজ কোন সাড়া-শব্দ করেন নাই, একবারও আঃ উঃ বলেন নাই। সুতরাং এই সামান্য মাংসটুকু কাটিয়া লইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন না এই ভাবিয়া ডাক্তার ঝোলা মাংসটুকু কাঁচিতে ধরিলেন, অমনি হরি মহারাজ চেঁচাইয়া এত চমকাইয়া উঠিলেন যে, ডাক্তারের হাত হইতে কাঁচি পড়িয়া গেল। ডাক্তার আর মাংসটুকু কাটিতে চেষ্টা করিলেন না। পরন্তু হরি মহারাজকে সেইদিন ঐরূপ চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ডাক্তার পূর্বে কিছু না বলায় তিনি শরীর হইতে মন সরাইবার অবকাশ পান নাই। দেহে যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় — দেহ নিজ ধর্ম পালন করিয়া কষ্ট জ্ঞাপন করে'। আমাদের ভারতবর্ষে বহু যোগী মহাপুরুষদের জীবনে এই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে। যার নাম নির্বিকল্প সমাধি। আচর্য শঙ্করের জীবনে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার কথা বিবৃত করা যাক - 'প্রশ্ন করে জানা গেল যে, রাজা অমরক মৃগয়া করতে এসে হঠাৎ মারা গিয়েছেন। এহেন যোগাযোগ দেখে পুলকিত হয়ে বললেন আচার্য — দেখ, পদ্মপাদ কি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত ! আমি এ রাজার দেহে প্রবেশ করব। তোমরা তাড়াতাড়ি একটি নিভৃত গুহার সন্ধান কর।

'শিষ্যগণ ইতস্তত অনুসন্ধান করে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল নিবিড় বনস্থলীর মধ্যে একটি প্রকান্ড গুহা। আচার্য গুহাটি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন — ঠিক হয়েছে এ বেশ নিরাপদ স্থান। যোগবলে আমি এখন প্রবেশ করব রাজার দেহে। তোমরা এ গুহামধ্যে বিশেষ যত্নপূর্বক আমার দেহ রক্ষা করো। একমাস পরে আমি পুনরায় এ-দেহে প্রবেশ করব।

অনন্তর আচার্য গুহামধ্যে প্রবেশ করে যোগাবলম্বন করলেন। তিনি যোগবলে লিঙ্গশরীর আশ্রয় করে সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করলেন রাজা অমরকের মৃতদেহে। রাজদেহে বাস করে শঙ্কর কামকলায় সম্যক ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য পন্ডিতদের কাছে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। সভাস্য বাৎস্যায়ন প্রণীত কন্দর্পশাস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়ভারতী (মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী) কামকলা সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন, তার জবাবস্বরূপ একখানি প্রামানিক গ্রন্থ রচনা করলেন। পদ্মপাদ ছদ্মবেশে রাজা অমরকের দেহাশ্রিত শঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন। শঙ্করও কৌশলে স্বরচিত গ্রন্থখানি পদ্মপাদের হস্তে দিলেন। অনন্তর একমাস পরে তিনি যোগবলে প্রবেশ করলেন নিজদেহে। আচার্যকে পেয়ে শিষ্যদের আনন্দের সীমা নেই। অনন্তর শঙ্করের নির্দেশানুসারে সকলে যাত্রা করলেন মন্ডন গৃহাভিমুখে'।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সহৃদয় পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন যীশু খ্রিস্টের জীবনে আসলে কী ঘটেছিল।

ন্যূনাধিক তিন ঘন্টার মধ্যেই তাঁর তথাকথিত মৃতদেহটি ক্রুশ থেকে মাটিতে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেই ব্রাহ্মমূহুর্তে পূর্ব শর্ত অনুযায়ী তাঁর সর্বজনবিদিত অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে একজনও কেউ সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেননি। যীশুর সাহায্যার্থে তাঁদের এগিয়ে না আসার আসল কারণটি কী ছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু সেই কাজে স্বতঃপ্রবৃত হয়ে যীশুর তথাকথিত মৃতদেহটি যারা ক্রুশ থেকে মাটিতে নামিয়ে ছিলেন তাঁরা ছিলেন যীশুরই দুই অজানা গোপন শিষ্য যোসেফ ও নিকোডেমাস। তখন পর্যন্ত যীশুর কাছে তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিষয়টি ছিল সকলেরই অজানা। এই ঘটনা নতুন কিছু নয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা সুকান্ত একাডেমিতে সমবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

‘তুমি কি বাংলাদেশি?’ পরিচয় জিজ্ঞেস করে কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

পালাক্কাড, ২২ ডিসেম্বর : কেরালার পালাক্কাড জেলায় এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার ওয়ালায়ারের আত্তাপ্পলম এলাকায় ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা রাম নারায়ণ বাঘেলকে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি পিটিয়ে হত্যা করেছে। ঘটনার একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে হামলাকারীদের বাঘেলের পরিচয় জানতে চাইতে শোনা যায় “তুমি কি বাংলাদেশি?”ভিডিওতে দেখা যায়, একদল ব্যক্তি বাঘেলকে জেরা করছে, চড় মারছে এবং মারধরের সময় একজনকে হাসতেও শোনা যায়। পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পালাক্কাড জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়, যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। থ্রিসূর মেডিক্যাল কলেজে করা ময়নাতদন্তে শরীরে একাধিক গুরুতর আঘাতের প্রমাণ মিলেছে।পুলিশ জানিয়েছে, চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। তবে বাঘেলের কাছ থেকে কোনও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়নি বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। তদন্ত চলমান।এদিকে, নিহতের পরিবার মরদেহ গ্রহণে অস্বীকার করেছে। বাঘেলের ভাই শশীকান্ত জানান, তাঁদের পরিবার ছত্তিশগড়ের দলিত (এসসি) সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের দাবি, মামলাটি তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনে নথিভুক্ত করতে হবে, সব অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে হবে এবং ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মরদেহ গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন পরিবারটি।বাঘেলের স্ত্রী ললিতা এবং সন্তান অনুজ ও আকাশ ছত্তিশগড় থেকে থ্রিসূরে পৌঁছে পরিবারের অবস্থান প্রশাসনকে জানিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনদের দাবি, মরদেহ দেখার পর পরিবার গভীরভাবে মর্মাহত।

ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। তিনি জানান, পালাক্কাডের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল মামলাটি খতিয়ে দেখছে এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে।

ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর সিপিআই(এম) অভিযোগ করেছে, ঘটনাটি আরএসএসের ছড়ানো ‘জাতিগত বিদ্বেষ’-এর ফল। কেরালার মন্ত্রী এম বি রাজেশ বলেন, ভুক্তভোগীকে ‘বাংলাদেশি’ বলে দাগিয়ে মারধর করা আরএসএস প্রচারিত বিদ্বেষেরই প্রতিফলন। তিনি অভিযোগ করেন, ঘটনাটিকে শুধুমাত্র ‘মব লিঞ্চিং’ হিসেবে দেখিয়ে প্রকৃত প্রেক্ষাপট আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রাজেশ আরও দাবি করেন, অভিযুক্তদের মধ্যে দু’জন আরএসএস---সিপিআই(এম) সংঘর্ষে সিপিআই(এম) কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় যুক্ত ছিলেন, যা তাঁদের অপরাধমূলক পটভূমির ইঙ্গিত দেয়। তাঁর অভিযোগ, আরএসএসের ভয়ে একটি অংশের মিডিয়া নীরবতা পালন করছে।

ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস — এ শিক্ষানবিশি অফিসারদের উদ্দেশে উপ-রাষ্ট্রপতির ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর :উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন ভাইস প্রেসিডেন্ট এনক্লেভ — এ আজ শিক্ষানবিশি ইন্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস (আইডিএএস) --- এর অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। ট্রেনি অফিসারদের স্বাগত জানিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট — এ ২৭৫ বছরের সমৃদ্ধ পরম্পরা রয়েছে। ভারত সরকারের দপ্তরগুলির মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত — এর লক্ষ্য অর্জনে দেশ যখন এগিয়ে চলেছে, তখন এই দিশাকে বাস্তব রূপায়ণে সিভিল সার্ভেন্ট-দের নির্ণায়ক ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অমৃতকালের যে ডাক দিয়েছেন, সেকথা উল্লেখ করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নয়নকে হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং একেবারে সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষেবাকে পৌঁছে দিতে হবে। তরুণ অফিসারদের তারুণ্যের শক্তি এবং উদ্ভাবনী চিন্তা রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ‘সেবাভাব এবং কর্তব্যবোধ’কে তাঁদের কাজের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টস সার্ভিস — এর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সহযোগী সংস্থাগুলি আর্থিক সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সার্ভিস — এ এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী তাদের দায়িত্ব নির্বাহের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়, অফিসারদের তা অনুভব করতে হবে এবং সেগুলি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীকে সদা প্রস্তুত রাখার নিশ্চয়তা বিধানের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারি টাকা যেহেতু করদাতাদের থেকে পাওয়া, সুতরাং তার ব্যবহারে সর্বোচ্চ মানের সততা, ন্যায়পরায়নতা, সতর্কতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হবে। দ্রুত প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পর্বে ক্রমাগত দক্ষতা বিকাশের উপর উপ-রাষ্ট্রপতি জোর দেন। তিনি অফিসারদের iGOT কর্মযোগীর মতো প্ল্যাটফর্মগুলির যথাযথ ব্যবহার করেন। জনপরিষেবায় গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, জ্ঞান, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার পাশাপাশি চরিত্রের সততা রক্ষার গুরুত্ব সর্বোচ্চ। ১৪০ কোটি ভারতীয়র মধ্যে অফিসাররা হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁদের উপর সমাজে সদর্থক পরিবর্তনের গুরুভার রয়েছে। ফলে, তাঁদের অত্যন্ত বিনয় ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কাজ করতে হবে।

বিকশিত ভারত — এর যাত্রাপথে যাত্রাপথে সিভিল সার্ভেন্ট-দের কাছ থেকে প্রত্যাশা নিয়ে এক অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁদের সবসময়েই উদ্ভাবনী মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও ভালোবাসা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজেশ কুমার সিং, কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস শ্রী বিশ্বজিৎ সহায় প্রমুখ।

দিল্লি বিমানবন্দরে চরম উত্তেজনা এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : সোমবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, যখন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান উড়ানের পরপরই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফেরত আসতে বাধ্য হয়। মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই-৮৮৭ (বোয়িং ৭৭৭-৩০০ইআর) উড়ানের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ত্রুটির সম্মুখীন হয় এবং পাইলট দ্রুত জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন।

ফ্লাইটটি সকাল ৭টা ৪৭ মিনিটে দিল্লি বিমানবন্দরের ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। বিমানে ৩৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই বিমানে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল। জানা গেছে, বিমানের ইঞ্জিন নম্বর ২-এর তেলের চাপ আচমকাই শূন্যে নেমে যায়। তৎক্ষণাৎ পাইলট সতর্কতা অবলম্বন করে বিমানের জরুরি অবতরণের ব্যবস্থা নেন।এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানান, বিমানটির যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর অনুসরণ করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিমানটি দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়। বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্য সুস্থ আছেন। সংস্থাটি এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে এবং বিমানে থাকা যাত্রীদের সহায়তার জন্য গ্রাউন্ড স্টাফদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।এয়ারলাইন সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানের প্রয়োজনীয় কারিগরি পরীক্ষা চলছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। দিল্লির গ্রাউন্ড টিম যাত্রীদের সহায়তা করছে এবং তাদের দ্রুত মুম্বই পৌঁছানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যাত্রী এবং ক্রুদের নিরাপত্তাই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।এদিকে, ২২ ডিসেম্বর রাত প্রায় ১২টার দিকে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে একটি ই-মেইল আসে, যেখানে আমস্টারডাম-হায়দরাবাদগামী কেএলএম এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে বোমা থাকার হুমকি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে, বিমানটি নিরাপদে হায়দরাবাদে অবতরণ করে এবং সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে যাত্রী ও বিমানের স্ক্রিনিং করা হয়। পুরো পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে এবং কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।এই দুটি ঘটনা বিমান চলাচলে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে ধরেছে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্কতা অবলম্বন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

নয়া দিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: ভারত এবং নিউজিল্যান্ড সোমবার একটি ঐতিহাসিক এবং ভবিষ্যৎমুখী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই চুক্তি ভারতের ‘বিকসিত ভারত ২০৪৭’ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভারতের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে দ্রুত সম্পন্ন হওয়া এফটিএগুলির মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এফটিএ আলোচনার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ, ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী টড ম্যাকক্লে এর মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে। মাত্র নয় মাসের মধ্যে পাঁচটি আনুষ্ঠানিক আলোচনা পর্ব এবং বিভিন্ন ভার্চুয়াল এবং সশরীর আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়। এই চুক্তির অধীনে, নিউজিল্যান্ডের সমস্ত শুল্ক লাইনে ভারতীয় রপ্তানির জন্য শূন্য শুল্ক প্রদান করা হবে, যার ফলে ভারতের সমস্ত পণ্য শুল্কমুক্তভাবে নিউজিল্যান্ডে প্রবেশ করতে পারবে। ভারতের পক্ষ থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ শুল্ক লাইনে শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ কাভার করবে। তবে কিছু সংবেদনশীল খাত যেমন দুধ, চিনি, মশলা, রাবার এবং পেঁয়াজ এই বাজার প্রবেশাধিকার থেকে বাদ রাখা হয়েছে।

এই চুক্তি ভারতের শ্রমঘন সেক্টরগুলির জন্য যেমন টেক্সটাইল, পোশাক, চামড়া, জুতো, সামুদ্রিক পণ্য, গহনা, হস্তশিল্প এবং ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা আনবে। সেবা খাতে, ভারত নিউজিল্যান্ডের সাথে তার সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী চুক্তি অর্জন করেছে, যেখানে ১১৮টি সেবা খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৃষি খাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে, যেখানে ভারতীয় কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি স্থানান্তর, গবেষণা সহযোগিতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গৃহীত হবে। নিউজিল্যান্ডের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র অফ এক্সিলেন্স এবং কৃষি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা কৃষকদের উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি করবে।

এই চুক্তি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করবে। ভারতীয় ছাত্ররা নিউজিল্যান্ডে স্টেম স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বছর এবং পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য চার বছরের পোস্ট-স্টাডি কাজের অনুমতি পাবেন। এছাড়াও, চুক্তির মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড ২০ বিলিয়ন ডলার ভারতীয় বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং, অবকাঠামো, সেবা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান খাতকে সমর্থন করবে।

ভারতের ফার্মাসিউটিক্যালস এবং মেডিকেল ডিভাইস খাতেও বিশেষ সুবিধা থাকবে। এই চুক্তির ফলে পণ্য অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রবেশাধিকার এবং কম্পায়েন্স খরচ কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভারতের উৎপাদিত পণ্যগুলির জন্য নিয়ন্ত্রক প্রবিধান আরও সহজ এবং দ্রুত হবে, যা ভারতের ফার্মাসিউটিক্যালস খাতকে বিশ্ব বাজারে আরও উন্নতি করতে সহায়ক হবে।

ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৪-২৫ সালে ১.৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে, এবং মোট পণ্য ও সেবা বাণিজ্য প্রায় ২.৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করবে, যা ভারতের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বের বৃহত্তম বাজারগুলোর মধ্যে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

আজ একটি সংবাদ সম্মেলনে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ’এই চুক্তি শুধুমাত্র বাণিজ্য, পর্যটন, গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষা, উদ্ভাবন এবং সেবা খাতকে সহায়তা করবে না, বরং এটি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা, আধুনিকীকরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করবে।’ তিনি আরও বলেন, ’এটি ভারতের কৌশলগত গুরুত্বকে বিশ্বের রাজনীতিতে বৃদ্ধি করবে এবং ভারতীয় যুবকদের জন্য বিশ্বমঞ্চে কাজ করার এবং শিখনের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ’এই চুক্তি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাকসনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যা দুই দেশের সম্পর্ককে উচ্চ কৌশলগত স্তরে উন্নীত করবে। এটি ভারতের পাঁচটি ’ফাইভ আইস’ দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিঅস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য এবং এখন নিউজিল্যান্ডএবং ভারত শীঘ্রই কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করতে চলেছে।’

এফটিএ চুক্তি ভারতের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা কৃষি, সেবা, ম্যানুফ্যাকচারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন বাজার এবং উন্নত সুযোগ সৃষ্টি করবে। এটি শুধু ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কই শক্তিশালী করবে না, বরং দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত সম্পর্কস্থাপনেও সহায়ক হবে।ভারতের উন্নত দেশ হওয়ার পথে এই চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অসমে ১৯ অবৈধ অভিবাসী বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হলো

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর : অসম পুলিশ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) এক যৌথ অভিযান চালিয়ে ১৯ জন অবৈধ অভিবাসীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে এমন সময়ে, যখন বাংলাদেশে শারিফ ওসমান হাদির হত্যার পর ভারতবিরোধী প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই পদক্ষেপটিকে ’সম্পূর্ণ ডুমসডে মুহূর্ত’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেছেন, ’একটি পূর্ণ ডুমসডে মুহূর্তে গুয়াহাটি ও বিএসএফ ১৯ জন অবৈধকে নাগাঁও ও কার্বি আংলং থেকে ধরেছে এবং তারা ভারত থেকে হারিয়ে গিয়ে তাদের দুঃখের গর্তে ফিরে গেছে। বার্তা স্পষ্ট: অসমে অবৈধ বসবাস? খেলা শেষ নিশ্চিত।’

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপটি অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত শক্তিশালী অবস্থানের অংশ। এর আগে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে, অসমের নাগাঁও জেলা প্রশাসক ১৫ জন ঘোষিত বিদেশিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা ’অসম থেকে অভিবাসন (বিতাড়ন) আইন, ১৯৫০’ অনুযায়ী ছিল।

এই ১৫ জনকে ধুবরি, শ্রীভূমি অথবা দক্ষিণ সালমারা-মাঙ্কাচর রুট ব্যবহার করে বাংলাদেশে পাঠানোর নির্দেশনা দেয়া হয়। এর মধ্যে ছয়জন গোলপাড়া জেলার মাটিয়া ট্রানজিট ক্যাম্পে এবং পাঁচজন চরাইকোলা, কোকরাঝার জেলার ৭ম অসম পুলিশ ব্যাটালিয়নে আটক আছেন। বাকি চারজনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।এছাড়া, গত নভেম্বর মাসে, সোণিতপুর জেলার প্রশাসনও ৫ জন ঘোষিত বিদেশির বিরুদ্ধে একই ধরনের বিতাড়ন নির্দেশ জারি করেছিল, কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে, তারা নিখোঁজ এবং বিতাড়ন প্রক্রিয়া এগোয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এর আগেই বলেছিলেন, সন্দেহভাজন বিদেশিদের পুলিশ আটক করলে তারা সরাসরি ফেরত পাঠানো হবে এবং বিদেশি ট্রাইবুনালগুলোর হস্তক্ষেপ থাকবে না। শর্মা আরও জানান, অসম চুক্তির ধারার ৬ নম্বরের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধানিক বেঞ্চ বলেছেন যে, ’অসম থেকে অভিবাসন (বিতাড়ন) আইন, ১৯৫০’ বৈধ রয়েছে এবং এটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।

এ বছর মে মাসে শর্মা জানিয়েছিলেন যে, রাজ্যে প্রায় ৩০,০০০ ঘোষিত বিদেশি নিখোঁজ এবং তাদের শনাক্তকরণ ও বিতাড়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, পুলিশ দুই ধরনের বিদেশি শনাক্ত করছে: যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অসমে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে এবং যারা আগে থেকেই ট্রাইবুনাল দ্বারা ঘোষিত বিদেশি।বিপরীতে, বিরোধী দলগুলো এই আইনটির অপব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তাদের দাবি যে এটি সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে সীমান্তে পাঠানো হতে পারে।

অসমের ১,৮৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, যা পাঁচটি উত্তর-পূর্ব রাজ্য দিয়ে বিস্তৃত, তা বর্তমানে উচ্চ সতর্কতার মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশে গত বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর বিএসএফ সীমান্ত পেট্রোলিং এবং প্রযুক্তিগত নজরদারি বৃদ্ধি করেছে।এদিকে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ৭ জুলাই বিদ্রোহী নেতা শারিফ ওসমান হাদির হত্যা ঘটেছিল। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ঢাকায় ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক সংস্থার অফিসে আক্রমণ করা হয়। এক হিন্দু পুরুষকে, যাকে মহানবী মুহাম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে আক্রমণ করা হয়েছিল, তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এবং তার মরদেহ মহাসড়কে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তবে তদন্তকারীরা বলেছেন, অবমাননাকর মন্তব্যের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

ভারতীয় এইচ-১বি ভিসাধারীরা বিপদে: আমেরিকায় পুনর্নবীকরণের জন্য ফিরে আসা কর্মীরা আটকে গেছেন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস এর এপ্রিল ২০২৫ সালের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারত এইচ-১বি ভিসাধারীদের মধ্যে ৭১ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে, সম্প্রতি ভারতীয় এইচ-১বি ভিসাধারীরা যাঁরা আমেরিকান কাজের ভিসা নবীকরণের জন্য দেশে ফিরেছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই আটকে পড়েছেন, যা ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের কাছে ’বড় বার্তা’ হিসেবে পরিচিত হয়েছে।এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন আমেরিকার কনস্যুলেট অফিসগুলো ভারতীয় কর্মীদের এইচ-১বি ভিসা নবীকরণের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো হঠাৎ করে পুনঃনির্ধারণ করে দেয়। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে আইনজীবীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বহু ভারতীয় হাই-স্কিল কর্মীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়, যা মার্কিন ছুটির মৌসুমের সাথে মিলে যায়।হিউস্টনভিত্তিক ইমিগ্রেশন ফার্ম রেডি নিউম্যান ব্রাউন পিসির অংশীদার এমিলি নিউম্যান, ভারতের ইমিগ্রেশন আইনজীবী ভীণা বিজয় আনন্দ এবং আটলান্টাভিত্তিক ইমিগ্রেশন আইনজীবী চার্লস কাকের মতামত নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউম্যান তার অন্তত ১০০ ক্লায়েন্টকে ভারতে আটকে থাকতে দেখেছেন, আর বাকি দুই আইনজীবী জানান, তাদের কাছেও এক ডজনের বেশি এই ধরনের মামলা রয়েছে।ভীণা বিজয় আনন্দ বলেন, ’এটা আমরা যে সবচেয়ে বড় গোলমাল দেখেছি, তা বলতেই হবে। আমি নিশ্চিত না যে, কোন পরিকল্পনা আছে কি না।’ এমিলি নিউম্যান প্রশ্ন করেন, ’কতদিন কোম্পানিগুলো এই মানুষদের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হবে?’

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিসা ধারীদের জানিয়েছে, তাদের সাক্ষাৎকারের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন সামাজিক মিডিয়া পরিদর্শন নীতির বাস্তবায়ন চলছে, ’যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কোন আবেদনকারী... মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা বা জন নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়।’একজন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ’যতটা সম্ভব গতিতে বিষয়গুলি প্রক্রিয়া করা এবং অপেক্ষার সময় কমানোর দিকে জোর দেওয়া হতো, এখন আমাদের দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলি, বিশেষ করে ভারতসহ সারা বিশ্বে, প্রতিটি ভিসা আবেদনকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করতে প্রাধান্য দিচ্ছে।’১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় মার্কিন দূতাবাস একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, আমেরিকা তাদের সামাজিক মিডিয়া এবং অনলাইন উপস্থিতির পর্যালোচনা সম্প্রসারণ করেছে যাতে সমস্ত এইচ-১বি বিশেষজ্ঞ কর্মী এবং তাদের এইচ-৪ নির্ভরশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিবৃতিতে, মার্কিন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র জানান, ’ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ইতিমধ্যেই ছাত্র এবং এক্সচেঞ্জ ভিসা ক্যাটেগরি এর জন্য অনলাইন উপস্থিতির পর্যালোচনা করে থাকে। ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই পর্যালোচনাটি এইচ-১বি এবং এইচ-৪ আবেদনকারীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।’জুলাই মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, এইচ-১বি ভিসাধারী এবং তাদের এইচ-৪ নির্ভরশীলরা তৃতীয় দেশে ভিসা নবীকরণ করতে পারবেন না, যা ২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ঘোষণায় নতুন এইচ-১বি আবেদনের জন্য ১ লাখ ডলার ফি আরোপ করেছেন, যা ২১ সেপ্টেম্বরের পর নতুন আবেদনকারী বা নতুন এইচ-১বি লটারিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে।এ পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশী কর্মী ও কোম্পানির মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অনেক ভারতীয় কর্মী তাদের ভিসার নবীকরণ প্রক্রিয়ায় আটকে আছেন এবং এর ফলে কর্মীদের কর্মস্থলে ফিরতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

ত্রিপুরা গিগ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শ্রম কমিশনের সামনে বিক্ষোভে সামিল। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব-দুই

‘একটি কবিতার জন্ম’

বিহান গুহ

‘একটি কবিতার জন্ম’ আদতে একটি গল্প। তবে সেই গল্পের শরীরজুড়ে ছড়িয়ে আছে কবিতার নিঃশ্বাস। স্মৃতি, বন্ধুত্ব, ব্যর্থতা, সংসারযাপন আর শিল্পসত্তার টিকে থাকার লড়াই। সব মিলিয়ে এটি এক গভীর মানবিক আখ্যান।

গল্পের প্রথম অংশে রঞ্জনের চোখ দিয়ে আমরা ফিরে যাই শহরের গলি-ঘুপচিতে, পুরনো বন্ধুত্বের ঠিকানায়। সুজয়ের বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে যে যাত্রা, তা আসলে অতীতে ফিরে যাওয়ার যাত্রা। লেখক অসাধারণ দক্ষতায় জায়গা, রাস্তা, গাছ, গেট, উঠোন এই সব খুঁটিনাটি বর্ণনার মাধ্যমে স্মৃতির মানচিত্র তৈরি করেছেন। এই অংশে নস্টালজিয়া কখনও ভারী হয়ে ওঠে না, বরং পাঠককে ধীরে-ধীরে গল্পের আবহে টেনে নিয়ে যায়।

রঞ্জন ও সুজয়ের পুনর্মিলন দৃশ্যটি অত্যন্ত সংযত, কিন্তু গভীরভাবে স্পর্শকাতর। এখানে কোনও নাটকীয় বিস্ফোরণ নেই। আছে জীবনসংগ্রাম, তার বাস্তববোধ, আর সুজয়ের প্রতি তার নিঃশর্ত সমর্থন গল্পটিকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে শাকসবজি ফলানো, সংসারের হিসেব, আর সুজয়ের উদাসীনতার সঙ্গে তার মানিয়ে নেওয়া। সব মিলিয়ে সে এক গভীরভাবে বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র।

সুজয় চরিত্রটি ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ার, বেকার স্বামী কিংবা ‘বাতিল’ কবি হিসেবে নয়। বরং এক সংবেদনশীল শিল্পসত্তা হিসেবে নির্মিত। সমাজ, বন্ধু, প্রতিষ্ঠান সবাই তাকে একসময় সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কবিতা তাকে ছেড়ে যায়নি। গল্পের শেষ দৃশ্যে, অন্তরার আবদারে একটি কবিতা লেখার প্রস্তুতি, এই মুহূর্তটিই গল্পের হৃদয়। এখানে কবিতা কোনও প্রকাশনার জন্য নয়, কোনও প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির জন্য নয়। এ একান্ত ভালোবাসার উপহার। সেখানেই ‘একটি কবিতার জন্ম’ সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ হয়।

নীরবতা, হাসি, অপ্রশ্নিত আফসোস আর না-বলা কথার ভার। সুজয়ের “অমলিন হাসি” যেন গোটা গল্পের প্রতীক। ভাঙনের মধ্যেও টিকে থাকার এক অনমনীয় চিহ্ন।

গল্পের দ্বিতীয় অংশে কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে অন্তরা। এই চরিত্রটি গল্পের অন্যতম শক্তি। সে কেবল ‘সংসার সামলানো স্ত্রী’ নয়, বরং এক নীরব যোদ্ধা। যে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কবির স্বপ্নকে আগলে রাখে। অন্তরার ভাষা সহজ, সংলাপ জীবন্ত, আর আবেগ কখনও অতিরিক্ত নয়। সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বাস্তবতা ও সাহিত্যিক সংবেদনশীলতার মেলবন্ধন এই গল্পকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। সব মিলিয়ে, ‘একটি কবিতার জন্ম’ এক নিঃশব্দ অথচ গভীর গল্প। যেখানে কবিতা লেখা হয় কাগজে নয়, জীবনের সমস্ত ভাঙাচোরা মুহূর্ত পেরিয়ে হৃদয়ের ভেতরে।

প্রকাশক : নীহারিকা প্রকাশনী।
মূল্য : ৩০০ টাকা।

রান্নার ভুলে পুষ্টি নষ্ট কেন

খাবার থেকে শরীরে ঢোকে পুষ্টি। এই খাবারের জন্যই নানা আয়োজন। কাটাকাটি, ধোয়া তারপরে কড়াইতে মশলার সঙ্গে রান্না করা। আর এর প্রতিটি ধাপ শেষ হয় ভুলের মাধ্যমে। যার ফলে এই খাবার যখন প্লেটে পৌঁছায় তখন আর তেমন পুষ্টি থাকে না। যা খেয়ে অনেক সময় বিপদেও পড়তে হয়।

এবার জেনে নেয়া যাক ভুলগুলো কোথায় কোথায় -

সবজি কাটা ও ধোয়া

সচরাচর সবজি খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে রান্নার আগ পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। যেসব সবজির খোসা ছাড়াতে হয় না এদেরও বোটার দিক থেকে কেটে ভিজিয়ে রাখার চল আছে। অনেকে আবার ময়লা, বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের বিষমুক্ত করার জন্য ভিজিয়ে রাখেন। কিন্তু এই ভিজিয়ে রাখার ফলে সবজির ভিটামিন বি এবং সি-এর প্রায় ৪০ শতাংশ বের হয়ে যায়।

পুষ্টিবিদরা বলেন, সবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখা উচিত। তাতে কিছুটা ভিটামিন গেলে যাবে। তবে সবজি বড় করে কাটলে এবং কাটার পর না ধুয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে নিলে ভিটামিনের অনেকটাই রক্ষা পায়। ফাইবার ও পুষ্টির কথা ভাবলে সবজির খোসা না ছাড়ানোই ভাল। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল বা মেদে যারা ভুগছেন তাদের জন্য তো অবশ্যই। তবে বিষাক্ত রং ও কীটনাশকের জন্যই তা করা যায় না। এক্ষেত্রে পাতলা করে খোসা ছাড়াতে পারেন, তাতে দু’দিকই রক্ষা পাবে।

তেলের ধোঁয়া

অনেকের ধারণা গরম কড়াইতে তেল দেওয়ার পর যতক্ষণ না ধোঁয়া ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ বা সবজি কিছুই দিতে নেই। এটি ভুল ধারণা। বেশি সময় নিলে তেল ভেঙে ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে উড়ে যায় এর উপকারি ফ্যাটি অ্যাসিড ও ভিটামিন। আর তৈরি করে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস নামের ক্ষতিকর উপাদানও। যা হাই কোলেস্টেরল, হৃদরোগ, স্ট্রোক, অ্যালঝাইমার, ক্যান্সার ইত্যাদি জটিল রোগ সৃষ্টির কারণ।

ধোঁয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদ

ধোঁয়ায় সৃষ্টি হওয়া ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস যা রান্নার সময় শরীরে ঢোকে। এর হাত ধরেই শুরু হয় হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো নানা রোগ। এছাড়া হাঁপানি রোগীর সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই কড়াই গরম করে তেল দিন। তেলের ধোঁয়া বেরনোর আগেই সবজি, মাছ, মশলা আর যা দেওয়ার দিয়ে ঢেকে দিন। এতে ক্ষতিকর ধোঁয়ার হাত থেকে শরীর যেমন বাঁচবে তেমনি পুষ্টিও থাকবে অটুট।

ভাজায় যত দিক

ছাঁকা তেলে ভাজলে খাবারের ভিটামিন ও প্রোটিন যেমন কমে তেমনি বাড়ে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাট, ওজন ও অপুষ্টি। এর ফলে হাইপ্রেশার, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। পোড়া তেলে ভাজলে অ্যালডিহাইড নামে জৈব রাসায়নিকের প্রভাবে ডায়াবেটিস, হাইপ্রেশার, লিভারের রোগ, অ্যালঝাইমার, পার্কিনসনিজমের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

পেসা মহোৎসব

পেসা আইনের অধীনে জনজাতি বা গোষ্ঠী-চালিত শাসনব্যবস্থার উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫

মূল বিষয়সমূহ

পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক যৌথভাবে প্রতি বছর ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ”পেসা মহোৎসব” পালন করে। ১৯৯৬ সালের ”পঞ্চায়েত (তফসিলি এলাকায় সম্প্রসারণ) আইন” বা পেশা আইনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই দিনটি উদযাপিত হয়।

এই আইন জনজাতি সম্প্রদায়কে তাঁদের নিজস্ব জমিতে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে এবং তাঁদের জমি থেকে উচ্ছেদ বা অধিকারচ্যুত হওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

এই বছরের পেসা মহোৎসব বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত হবে।

এই আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তফসিলি এলাকার স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির দক্ষতা বাড়ানো।

সূচনা

ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ু হল জনজাতি সম্প্রদায়। তাঁদের জমি, সম্পদ এবং সংস্কৃতির ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সংবিধানের ২৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ”তফসিলি এলাকা” ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৩ সালের ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু হলেও জনজাতি এলাকাগুলি এর আওতার বাইরে ছিল। অবশেষে ১৯৯৬ সালে ”পেসা” আইন কার্য্যকর করে গ্রামসভার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জল-জঙ্গল-জমির অধিকার এবং নিজস্ব শাসনব্যবস্থাকে আইনি সুরক্ষা দেয়। বর্তমানে ভারতের ১০-টি রাজ্যের মধ্যে আটটি রাজ্য এই আইনের নিয়মাবলী চূড়ান্ত করেছে এবং ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড খসড়া নিয়ম তৈরি করেছে।

পেসা মহোৎসব ২০২৫, ডিসেম্বর ২৩-২৪, বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ

আগামী ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের উদ্যোগে পেসা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৯৬ সালের ঞ্চক্ষছঙআইনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই উৎসবে জনজাতি সমাজের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহ্যবাহী নানা ক্রীড়া (যেমন - চাক্কি খেল, মাল্লাখাম্ব, গেডি দৌড়) এবং তাঁদের নিজস্ব ঘরানার খাবার প্রদর্শিত হবে। এই মহোৎসবের মূল লক্ষ্য হল, জনজাতি সম্প্রদায়কে একটি জাতীয় মঞ্চ প্রদান করা, যাতে তাঁরা তাঁদের অনন্য ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন।

ভারতের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা - ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী (১৯৯৩)

১৯৯৩ সালের ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নবম অংশ (ঞ্চখন্ঠ জ্জড়) এবং একাদশ তফশিল যুক্ত করে পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেওয়া হয়। এর ফলে, দেশে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ - এই ত্রিস্তরীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয়, যেখানে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত হন। এই ব্যবস্থায় গ্রামসভা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা গ্রামের সমস্ত ভোটারদের নিয়ে গঠিত। এছাড়া তফসিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে। মূলত ২৯-টি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়ে এই আইন গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

পেসা আইন, ১৯৯৬

এটি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা বা ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনীর নিয়মগুলিকে জনজাতি অধ্যুষিত ”পঞ্চম তফশিলভুক্ত এলাকা”-তে প্রসারিত করে।

এই আইনটি ওই সমস্ত এলাকার গ্রামসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে তাঁদের চিরাচরিত শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে।

পেসা আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

গ্রামসভার হাতে থাকা বর্ধিত ক্ষমতাই হল এই আইনের প্রাণভ্রমরা, যা জনজাতি সম্প্রদায়কে তাঁদের নিজস্ব গ্রাম পরিচালনায় অনেক বেশি কর্তৃত্ব প্রদান করে। পঞ্চায়েত বা গ্রামসভা সংক্রান্ত অন্যান্য সাংবিধানিক নিয়ম থাকলেও, এই বিশেষ এলাকায় এই আইনের গুরুত্বই সবার আগে। রাজ্য বিধানসভা এমন কোনো পঞ্চায়েত আইন তৈরি করতে পারে না যা পেশা আইনের এই বৈশিষ্ট্যকে লঙ্ঘন করে।

তফসিলি এলাকা এবং পেসা আইন

সংবিধানের পঞ্চম তফসিল সরকারকে সেই সমস্ত রাজ্যে ”তফসিলি এলাকা” গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করে যেখানে তফসিলি জনজাতিরা বসবাস করেন (তবে এই তালিকার মধ্যে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম রাজ্য অন্তর্ভুক্ত নয়)।

বর্তমানে ১০-টি রাজ্যে পঞ্চম তফসিলভুক্ত এলাকা রয়েছে :

১.অন্ধ্রপ্রদেশ ২. ছত্তিশগড় ৩. গুজরাত ৪. হিমাচল প্রদেশ ৫. ঝাড়খণ্ড ৬. মধ্যপ্রদেশ ৭. মহারাষ্ট্র ৮. ওডিশা ৯. রাজস্থান ১০. তেলঙ্গানা। ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড তাদের এই আইনের খসড়া নিয়মাবলি তৈরি করেছে।

পেসা আইন রূপায়ণে মন্ত্রকের উদ্যোগসমূহ

এই আইনটি সফলভাবে কার্য্যকর করতে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক জাতীয় ও আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজনের পাশাপাশি ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২৫ সালে রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশি প্রতিনিধিকে এই আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ”পেশা-গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা পোর্টাল” চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা ও তদারকি করা সম্ভব। এই পোর্টালটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ কমিশন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের তহবিল সরাসরি গ্রামভিত্তিক বিলি-বণ্টন ও ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করেছে, যা আদিবাসী এলাকাগুলির স্বশাসিত উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

পেসা দিবস

এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গ্রামসভাগুলিকে শক্তিশালী করতে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক ২৪ ডিসেম্বর দিনটিকে ”পেসা দিবস” হিসেবে পালনের উদ্যোগ নিয়েছে, যার জাতীয় অনুষ্ঠানটি রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে আরও সুসংগঠিত করতে মন্ত্রক একটি বিশেষ ”পেসা সেল” গঠন করেছে এবং এই আইনের নির্দেশিকা ওড়িয়া, তেলুগু, মারাঠির পাশাপাশি, সাঁওতালি, গোন্ডি ও মুণ্ডারির মতো আদিবাসী ভাষাতেও অনুবাদ করেছে।

এছাড়া, গবেষণামূলক কাজ ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে অমরকণ্টকের ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ”সেন্টার অফ এক্সেলেন্স” স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য জনজাতি প্রথা ও বিরোধ নিষ্পত্তির মডেলগুলি নথিবদ্ধ করা এবং স্থানীয় ভাষায় প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে একটি আদর্শ গ্রামসভা গড়ে তোলা।

পেসা আইনের সাফল্যের কাহিনী এবং শ্রেষ্ঠ কর্মপদ্ধতিসমূহ এই আইন জনজাতি সম্প্রদায়কে তাদের অধিকার রক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শক্তিশালী করে তুলেছে।

এই আইনের সফল প্রয়োগ নিয়ে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ”পেসা ইন অ্যাকশন” শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ৪০-টি সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। এই কাহিনীগুলি থেকে জানা যায় কীভাবে জনজাতি গ্রামসভাগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে বনজ সম্পদ ও খনিজ পদার্থের ব্যবস্থাপনা করছে, জলাশয় নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নিজেদের এলাকায় স্বশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে।

ক্ষমতায়িত গ্রামসভা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে

ছত্তিশগড়ের উত্তর বস্তার জেলার খামধোগি গ্রামটি পেসা আইনের মাধ্যমে এক অনন্য সাফল্যের নজির গড়েছে। একসময় দারিদ্র্য ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এই গ্রামটি উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে থাকলেও, ২০২২ সালে গ্রামসভা গঠনের পর ছবিটা পাল্টে যায়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিটি পরিবার থেকে একজন নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে জনভাগিদারী বাড়ানো হয়েছে। গ্রামসভার এই সম্মিলিত প্রয়াসে এখন তাঁরা মৎস্য চাষ, বাঁশের র‍্যাফটিং এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহের মতো নানা জীবিকা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে, গ্রামটি কেবল অর্থনৈতিকভাবেই স্বাবলম্বী হয়নি, বরং গ্রামসভার নেতৃত্বে সম্পদ ব্যবস্থাপনার এক শক্তিশালী মডেলে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী প্রথা এবং পেসা আইনের নিয়মাবলীর সমন্বয়

হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর জেলার রারাং গ্রাম পঞ্চায়েত পেসা আইনের ক্ষমতা ব্যবহার করে তাদের ঐতিহ্যবাহী ”চিলগোজা” পাইন বাদাম সংগ্রহের প্রথাকে আইনি সুরক্ষা দিয়েছে। ২০১১ সালের হিমাচল প্রদেশ পেশা নিয়মাবলী অনুযায়ী, বনজ সম্পদ সংগ্রহের যেকোনো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বন দপ্তরকে গ্রামসভার পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইনের ফলে রারাং গ্রামের বাসিন্দারা তাদের প্রাচীন রীতিনীতি বজায় রেখে বনাঞ্চল পরিচালনা করছেন, যেখানে প্রতিটি পরিবারকে নির্দিষ্ট প্লট বরাদ্দ করা হয় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। এভাবে এই আইন জনজাতি সমাজের প্রথাগত অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি, সামাজিক সাম্য এবং সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেছে।

গৌণ খনিজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা তৃণমূল স্তরে আমূল পরিবর্তন আনছে

গোদাবরী নদী অববাহিকায় অবস্থিত ভাদাগুদেম গ্রামটি বালি খনি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পেসা আইনের ক্ষমতা ব্যবহার করে গ্রামসভা একটি ”আদিবাসী বালি খনন সমবায় সমিতি” গঠন করেছে, যার ফলে, এলাকার ১০০-টি পরিবার সরাসরি এর অংশীদার হতে পেরেছে। এই খনি থেকে বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা আয় হয়, যা গ্রামের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া, পঞ্চায়েত এখান থেকে ”সিনিয়রেজ চার্জ” (রয়্যালটি) বাবদ বাড়তি রাজস্বও পাচ্ছে। এই পুরো ব্যবস্থাটি জনজাতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি গ্রামীণ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে।

উচ্ছেদ রুখতে পেসা আইনের লড়াই

রাজস্থানের উদয়পুর জেলার দুর্গম ভীম তালাই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী আরও চারটি রাজস্ব গ্রামকে বন দপ্তর সমীক্ষার পর ফুলওয়ারি কি নাল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যর অন্তর্ভুক্ত করে। গুজরাট সীমান্ত সংলগ্ন ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই অভয়ারণ্যটিকে বন দপ্তর যখন একটি ‘সংকটপূর্ণ বাসস্থান’ হিসেবে ঘোষণা করে, তখনই বংশপরম্পরায় সেখানে বসবাসকারী ভিল জনজাতি সম্প্রদায়কে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উপসংহার

পেসা মহোৎসব পেসা আইনের অধীনে তফসিলি এলাকাগুলিতে স্বশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকারকে চিহ্নিত করে।

নীতিগত সংস্কার, দক্ষতা বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক নথিকরণ, ডিজিটাল উদ্যোগ এবং জননেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রক গ্রামসভাগুলিকে আরও শক্তিশালী ও ক্ষমতায়িত করে তুলছে। এই প্রয়াসগুলি জননেতৃত্বাধীন স্বশাসনকে উৎসাহিত করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে জনজাতি সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজস্ব উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র (রিলিজ আইডি: ২২০৭৪০৭)

হার্ট অ্যাটাকের যে উপসর্গ অনেকেরই অচেনা

সাধারণ কয়েকটি উপসর্গ ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের রয়েছে ভিন্ন একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)’র জরিপ অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় আট লাখ পাঁচ হাজার মানুষ হার্ট অ্যাটাক’য়ের শিকার হন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন।

হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ চিন্তা করলে মাথায় আসে বুক ব্যথা, দম আটকে আসা, মাথা হালকা অনুভব করা, দুর্বল অনুভব করা এবং পুরো হাতে অস্বস্তি অনুভব করা।সিডিসি’র পাঁচটি সাধারণ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণের মধ্যে এর সবগুলোই আছে। তবে আরেকটি লক্ষণ সম্পর্কে জানিয়েছে সংস্থাটি যা মানুষ হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে চেনেন না। অধিকাংশ মানুষের অজানা এই লক্ষণ হল চোয়াল, ঘাড় কিংবা পিঠে আকস্মিক ব্যথা কিংবা অস্বস্তি অনুভব করা।

এই উপসর্গ অনেক ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের শিকার ব্যক্তির মাঝে দেখা গেলেও তা মানুষের মাঝে পরিচিত নয়। এছাড়াও কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বমিভাব ও বমি ইত্যাদিও ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের লক্ষণ বলে জানায় সিডিসি।

সংস্থাটির দাবি “নারীদের মাঝেই এই উপসর্গগুলো দেখা যায় বেশি।’’বেস্টলাইফঅনলাইন ডটকমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ‘টেক্সাস এঅ্যান্ডএম কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি’র আওতাভুক্ত ‘সেন্টার

ফর ফেইশল পেইন অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন’য়ের পরিচালক ও সহকারী অধ্যাপক স্টিভেন বেন্ডার বলেন, ‘‘অনেকে সময় ‘হার্ট অ্যাটাক’ কিংবা অন্য কোনো হৃদরোগের সমস্যা অনুভূত হয় চোয়াল, দাঁত কিংবা ঘাড়ে। শুধু যে বাম পাশেই হবে তা নয়, ডান পাশেও লক্ষণগুলো দেখা দেওয়া সম্ভব। আর নারীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাই বেশি।”

‘‘এই উপসর্গগুলো একটানা ভোগাবে এমন নয়। রোগের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ব্যথা যাওয়া আসার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন অনেক রোগী বলেন মাঝেমাঝেই গ্যাস কিংবা বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে সেটা যে হৃদরোগের কিংবা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা কেউ চিন্তাও করেন না।”

এই বিষয়ে ‘বিহেভিওরাল রিস্ক ফ্যাক্টর সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সার্ভে’ করে সিডিসি। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসা রোগীদের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।২০০৫ সালের ওই জরিপে মোট ৭১,৯৯৪ জন রোগীর তথ্য বিবেচনায় আনা হয়।এর মধ্যে মাত্র ৪৮ শতাংশ মানুষ জানতেন চোয়াল, ঘাড় আর পিঠ ব্যথার সঙ্গে ‘হার্ট অ্যাটাক’য়ের যোগাযোগ সম্পর্কে।বোর্ড স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের ‘অ্যানাটমিক প্যাথলজিস্ট’ মেলিসা কনর্যাডে স্টপলার বলেন, “চিকিৎসকদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি। হার্ট অ্যাটাকয়ের ব্যথা শুধু বাম নয় দুই হাতেই ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার চোয়াল, মাথা কিংবা পিঠের দিকেও যেতে পারে। আর এই ব্যথাগুলো যখন হচ্ছে তখন বুক ব্যথা নাও থাকতে পারে।”

সিডিসি’র এই জরিপে আরও জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক’য়ের যে লক্ষণ সম্পর্কে মানুষ সবচাইতে বেশি সচেতন তা হল দম আটকে আসা।

হিল জুতা পরলে পা ঘামে? রয়েছে সমাধান

হিল জুতা পরলে অনেকের পায়ে ঘাম হয়, যা বেশ অস্বস্তিকর। তবে কিছু পন্থা অবলম্বন করলে হিল জুতা পরা অবস্থায় পায়ের পাতা ঘামা রোধ করা যায়। এক্সপ্রেস ডটকো ডটইউকে’তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের হিল জুতার ব্র্যান্ড ‘কায়া ক্যাপ্রিকল’য়ের প্রতিষ্ঠাতা এমজি স্মিট-এর দেওয়া পরামর্শগুলো এখানে দেওয়া হল।

ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া শুনতে আজব লাগলেও পায়ের গোড়ালির ঘাম কমাতে ডিওডোরেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া সহজ সমাধান হিসেবে কাজ করে। বাহুমূলের মতো গোড়ালিতেও ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করলে ঘাম কমাতে সহায়তা করে। এক স্তর ব্যবহারেই সারাদিন সতেজ থাকা যায়। ডিওডোরেন্ট নির্বাচনেরক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও হালকা প্রসাধনী বেছে নেওয়া প্রয়োজন। এতে দাগ ছোপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষত যারা উঁচু জুতা পরেন তাদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

হিল জুতা যেন পায়ের তুলনায় বেশি ছোট বা বড় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। একটু ফাঁকা যেন থাকে পায়ে। এমজি’য়ের মতে, “বাতাস চলাচল ঠিক রাখা আবশ্যক। অকারণেই বড় দেখায় এমন উঁচু জুতা না পরাই ভালো।” জুতার ভেতর কিছুটা ফাঁকা থাকলে কেবল ব্যথাই কমায় না বরং গোড়ালিতেও বাতাস চলাচল সহায়তা করে। ফলে গোড়ালি ঠাণ্ডা থাকে ও ঘাম মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। কখনও শক্ত ও আঁটসাঁট জুতা পরা ঠিক না। এতে গোড়ালি গরম হয়ে ওঠে এবং ঘাম হয়।

মোজা ব্যবহার অধিকাংশ উঁচু জুতার সঙ্গে মোজা পরা যায় না। তবে মোজা ব্যবহার করলে পায়ে ঘাম তুলনামূলক কম হয়। ‘কোর্ট হিল’ পরলে এর সঙ্গে মোজা পরা যায়। ফলে পা কম ঘামে।

‘ফুট পাউডার’ ব্যবহার হিল জুতার সামনের দিক খোলা বা স্যান্ডেলের মতো না হয় তাহলে এতে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে নেওয়া উপকার করে। পাউডার ঘাম শুষে নেয় এবং আরামে থাকতে সাহায্য করে। তবে এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা উচিত যখন জুতার সঙ্গে পায়ে মোজা-ধরনের কোনো লাইনিং ব্যবহার না করা হয়। আর্দ্র থাকা পর্যাপ্ত পানি পান ঘাম কমাতে সহায়তা করে। পানি কম পান করা বা ব্যস্ততার কারণে পানি পান করতে ভুলে যাওয়া শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। ফলে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ঘাম হয়। দৈনিক আট গ্লাস পানি পান ঘামের পরিমাণ কমায়। ফলে উঁচু জুতা পরার বাঁধা থাকে না। মানসিক চাপ কমানো বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক চাপ থেকেও পা ঘামে।

তাই ঘাম কমাতে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। মানসিকচাপ কমাতে যোগ ব্যায়াম বা ধ্যান কার্যকর। এগুলো দীর্ঘ মেয়াদী হিসেবে মানসিক চাপ এবং এর কারণে হওয়া পায়ের ঘাম কমাতে সহায়ক। পা ঘামার প্রবণতা থাকলে জুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক ধরন বেছে নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বাতাস চলাচল করে, পা খোলা থাকে এমন জুতা বেছে নেওয়া উচিত। তাহলে পায়ের পাতা ঘামার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের উপর নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদে সামিল ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশে দীপু চন্দ্র দাস হত্যার পর নতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের ময়মনসিংহে গত ১৮ ডিসেম্বর পিপল ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়্যার (পিওনার নিটওয়্যারস) লিমিটেডের কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা এবং তারপর তার মরদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়া ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। প্রথমে অভিযোগ ছিল যে দীপু ধর্মীয় অবমাননা করেছেন, কিন্তু এখন নতুন তদন্ত ও প্রমাণে উঠে এসেছে যে, এটি সম্ভবত একটি কর্মস্থলে বিরোধের কারণে ঘটেছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, ময়মনসিংহ শহরের জামিরদিয়া ডুবালিয়া পাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে এটি ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। তবে, তদন্তে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, দীপুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পুলিশের তদন্ত এবং দীপুর পরিবার ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনাটি একটি কর্মস্থলের বিরোধের কারণে ঘটে থাকতে পারে। দীপু সম্প্রতি পিওনার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেডে ফ্লোর ম্যানেজার থেকে সুপারভাইজার পদে উত্তরণের জন্য একটি নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তবে, দীপু এবং কয়েকজন সহকর্মীর মধ্যে পদের উপর বিরোধ ছিল।

দীপুর ছোট ভাই অপু রবি দাস জানান, ১৮ ডিসেম্বর বিকেলে তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়। তবে, পুলিশ এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি খুঁজে পায়নি। 'তারা আমার ভাইকে মারধর করে কারখানা থেকে বের করে দেয়,' অপু বলেন।

দীপুর বন্ধু হিমেল তাকে ফোন করে জানান যে, দীপুকে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পর হিমেল ফোন করে জানায় যে, দীপু মারা গেছে। অপু ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তার ভাইয়ের পোড়া মৃতদেহ দেখতে পান।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগের কোনো প্রমাণ তারা খুঁজে পাননি। 'এটা শুধুমাত্র মুখে মুখে প্রচলিত অভিযোগ,' তিনি জানান। স্থানীয় পুলিশের কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম জানান, তারা এখন এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কর্মস্থলে বিরোধের বিষয়ে তদন্ত করছেন।

এছাড়া, ময়মনসিংহ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) কোম্পানি কমান্ডার মো. শামসুজ্জামান বলেন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউ দীপুর ধর্মীয় অবমাননার কোনো মন্তব্য শুনেননি। 'যদি সে কিছু পোস্টও করতো, তা ট্রেস করা সম্ভব হতো। আমরা কিছুই পায়নি,' তিনি জানান।

স্থানীয় ওয়ার্ড নম্বর ৫ এর সদস্য তফাজ্জেল হোসেন বলেন, হত্যাকাণ্ডটি ধর্মীয় ক্ষোভের কারণে স্বতঃস্ফূর্ত ঘটেছে বলে মনে হয় না। 'আমি শুনেছি দীপুর দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, অতিরিক্ত সময় কাজ ও শ্রমিকদের সুবিধা নিয়ে সহকর্মীদের সাথে বিরোধ ছিল,' তিনি বলেন।

এ পর্যন্ত ১২ জনকে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আটক করা হয়েছে। ভারতও এই বর্বর হত্যাকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধির জয়শ্বাল বলেছেন, 'আমরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখছি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ জানিয়েছি। আমরা অনুরোধ করেছি যে, দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।'দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের পেছনে ধর্মীয় উত্তেজনার চেয়ে কর্মস্থলের বিরোধ বেশি প্রভাবিত করেছে বলে মনে হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখন ঘটনার পেছনে থাকা আসল কারণ উদ্ঘাটন করতে কাজ করছে, এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শেখ হাসিনা নিহত ছাত্রনেতা শরীফ উসমান হাদির মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগ করেছেন

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছাত্রনেতা শরীফ উসমান হাদির মৃত্যুর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়া' এবং 'অপরাধমূলক সংস্কৃতি' তৈরি করেছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে এবং ভারতসহ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটাচ্ছে।

একটি ই-মেইল সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, 'এই দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং ইউনুসের সরকারের অধীনে নিরাপত্তাহীনতার প্রতিফলন। সহিংসতা এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, অথচ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একে অস্বীকার করছে অথবা তা প্রতিরোধে অক্ষম। এসব ঘটনার ফলে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা তৈরি হচ্ছে, পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারত এই বিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন এবং আমাদের যেসব অর্জন ছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখছে। যখন আপনি আপনার দেশের ভিতরেই মৌলিক আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন না, তখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ভেঙে পড়ে। এটি ইউনুসের বাংলাদেশ বাস্তবতা,' বলেন হাসিনা।

এ মন্তব্যের পেছনে ছিল ২০২৪ সালের 'জুলাই আন্দোলন'-এ সক্রিয় ছাত্রনেতা শরীফ উসমান হাদির হত্যা। হাদি ১২ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের বিজয়নগর এলাকায় একটি রিকশায় চলার সময় অজ্ঞাতনামা হামলাকারীদের দ্বারা গুলি করা হয়। তার মাথায় গুলি লাগে, এবং তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে এভার কেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়, কিন্তু সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, হাদির হত্যাকাণ্ড শুধু আইনশৃঙ্খলা ভাঙার উদাহরণ নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক সংকটের প্রতিফলন, যা গত এক বছরে দেশজুড়ে বেড়েছে। তিনি বিশেষভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'মিথ্যা ধর্মীয় অভিযোগে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে ভারতসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে।'

শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশ একটি বড় সংকটে পড়েছে, যা ভারত ও অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতারা ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করছে,' মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'ইউনুস সরকার উগ্রপন্থীদের হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছে, যারা উগ্র ইসলামিক শক্তিকে সমর্থন করে এবং প্রভাবশালী সরকারি পদে তাদের অবস্থান তৈরি করেছে।' হাসিনা এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে রাখার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দেন এবং সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা করেন। এছাড়া, হাসিনা পাকিস্তান সম্পর্কিত সরকারের নতুন পররাষ্ট্রনীতি নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দ্রুত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা জনগণের সমর্থন ছাড়া করা হচ্ছে।'

তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে, 'ইউনুসের সরকার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জন্য কোনও গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটের অধিকারী নয় এবং তাদের অস্থায়ী ক্ষমতার ভিত্তিতে দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হতে পারে।'

এভাবে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষায় নিজের সরকারের প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে আবারও জোর দেন।

যোগী আদিত্যনাথের "দো নমুনে" তোপ আখিলেশ যাদব পাল্টা জবাব দিলেন

নয়া দিল্লি, ২২ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের "দো নমুনে" (দুই নমুনা) মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো আখিলেশ যাদব। তিনি দাবি করেছেন, এই তোপটি বিজেপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোণঠাসা ও অশান্তির ইঙ্গিত দিয়েছে।

সোমবার, বিধানসভায় কোডিন-ভিত্তিক কাশি সিরাপ পাচার কাণ্ড নিয়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যোগী আদিত্যনাথ আখিলেশ যাদব ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে "নমুনে" বলে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'দেশের মধ্যে দুটি নমুনে আছে। এক জন দিল্লিতে, আর এক জন লখনউতে। যেকোনো বিষয়ে আলোচনা হলেই তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়।'এরপর আখিলেশ যাদবকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'তোমার "বাবুয়া" আবার ইংল্যান্ডে চলে যাবে এবং আপনি এখানে চিৎকার করবেন।' তবে আখিলেশ যাদব একটুও চুপ থাকেননি। তিনি টুইটারে লিখেছেন, 'যোগীর মন্তব্যটি তার নিজের দলের মধ্যে ঝগড়া প্রকাশ করে দিয়েছে। এটি "অঘ-স্বীকৃতি" (অনার গোল)। কেউ ভাবেনি যে দিল্লি-লখনউ দ্বন্দ্ব এত তীব্র হবে। সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের উচিত কিছুটা শিষ্টাচার বজায় রাখা, তাদের দলের অন্তর্নিহিত বিবাদ জনসমক্ষে আনা উচিত নয়।'

এই তর্কবিতর্ক কোডিন কাশি সিরাপ পাচার কাণ্ডের পটভূমিতে চলছে। এক সপ্তাহ আগে, আখিলেশ যাদব দাবি করেছিলেন যে এই পাচার কাণ্ডের সূত্র প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় এলাকা থেকে বেরিয়েছে, যা বিজেপির প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে। যোগী আদিত্যনাথ পাল্টা দাবি করেন, 'সমাজবাদী পার্টি জানে, তাদের কেউ না কেউ এই কাণ্ডে জড়িত। হাই কোর্ট এই বিষয়টি এনডিপিএস আইনে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।' তিনি তার সরকারের কড়া পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে জানান, এ পর্যন্ত ৭৯টি মামলা হয়েছে, ২২৫ জন অভিযুক্ত হয়েছে, এবং ৭৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, 'এই কেসে কোনো অভিযুক্ত রেহাই পাবে না। সময় আসলে, সব প্রস্তুতি নেওয়া হবে, তখন কেউ অভিযোগ করতে আসবে না।' এই তর্কবিতর্কের মধ্যে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কড়া পদক্ষেপ এবং সন্ত্রাসী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন।

সন্ধান চাই

Ref. - Champak Nagar OP GD Entry No. 23 dated 18-12-2025

পাশের ছবিটি রিংমারি দেববর্মা, পিতা বিমল দেববর্মা, সাং- হরি ভক্ত পাড়া, চম্পকনগর, থানা জিরানিয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ২১ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা এবং চুলের রং কালো। গত ১৭-১২-২০২৫ ইং রাত্রি আনুমানিক ১০ টার সময় নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত রিংমারি দেববর্মা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল --৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জিরানিয়া থানা -০৩৮১২৩৪৬২২২

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1608/25

No.F.3(226)/AGMC&GBPH/S&P/2024-25
Dated, Agartala, the. 18/12/2025

E.O.I for supply of KIOSK Machine to the AGMC & GBP Hospital Agartala in the Agartala Government medical college & GBP Hospital of the state of Tripura.

Expression of interest for empanelment of vendors for supply of supply of KIOSK Machine to the AGMC & GBP Hospital Agartala are invited within 4 pm of 03/01/2026 from eligible suppliers supply the same to the AGMC & GBP Hospital Agartala. The sealed quotation should reach the office of undersigned through registered post/speed post/courier/self within the stipulated period. Quotation received beyond the last date will not be considered. Terms and condition may be collected and downloaded free of cost from the AGMC website https:/ /agmc.nic.in/ before the last date.

Medical Superintendent & Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA/C-3555/25

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মাহিলার নাম শ্রীমতি দুসারুং রিয়াং ৎ পুশারুং রিয়াং, বয়স ৬৪ বৎসর, স্বামি- শ্রী পদ রঞ্জন রিয়াং, ঠিকানা- কুমারিয়া রুয়াজা পাড়া, থানা- মানিকপুর,জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ- ফর্সা,উচ্চতাঃ-৫" ফুট, পরনে রয়েছে পাছরা, উক্ত মাহিলা গত ১৩-০৯-২০২৩ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খুঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে মানিকপুর থানায় ৩১-০৯-২০২৩ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৮। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মাহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশ সুপার,
ধলাই জেলা, আমবাসা দুরাভাষ নম্বর : -
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)

স্বাক্ষরঃ-
মিহির লাল দাস, পুলিশ সুপার , ধলাই জেলা,আমবাসা

ICA/D-1612/25

বিজেপি মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে বড় জয় পেল, মহায়ুথির জোটের শক্তিশালী বিজয়

মুম্বাই, ২২ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজেপি এবং তার মিত্র শিবসেনা ও এনসিপি জোট ব্যাপক জয় লাভ করেছে। বিজেপি ১১৭টি পৌরসভা সভাপতি পদে জয়ী হয়েছে, শিবসেনা ৫৩টি এবং এনসিপি ৩৭টি পদ জয় করেছে। কংগ্রেস ২৮টি, এনসিপি (এসপি) ৭টি এবং শিবসেনা (ইউবিটি) ৯টি পদ পেয়েছে।

মহায়ুথি জোট, যা বিজেপি, শিবসেনা ও এনসিপি মিলিয়ে গঠিত, ২০৭টি পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েতের সভাপতির পদ জয় করে মহারাষ্ট্রে ২০২৩ সালের স্থানীয় নির্বাচনে ইতিহাস গড়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিরোধী মহা বিকাশ আঘাদি মাত্র ৪৪টি পদ জয় করেছে। প্রতিরোধের মুখে, কংগ্রেস এবং শিবসেনা (ইউবিটি) রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে 'সহযোগিতা' করার অভিযোগ তুলেছে এবং বিজেপির জোটসঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সতর্কতা উচ্চারণ করেছে। কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি হর্ষ ভার্ধন সপকাল বলেন, 'বিজেপির এই জয় শিন্ডে এবং অজিত পওয়ারের জন্য একটি সতর্কতা... বিজেপি তাদের ১০০ এক্সপেল করবে।' বিজেপির শীর্ষ নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ এই জয়ের জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম "এক্স" এ লিখেছেন, 'এই জয় হল জনগণের আশীর্বাদ, যা এনডিএ সরকারের সামাজিক কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশ্বাসের প্রতিফলন।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীস বলেন, 'এটাই আমার প্রথম নির্বাচনী প্রচারণা যেখানে আমি কোনো নেতাকে সমালোচনা করিনি, কোনো অভিযাগ করিনি। আমি আমার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছি, ১০০ ইতিবাচক প্রচারণা করেছি এবং সেটি সফল হয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২ ডিসেম্বর ২৬৪টি পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রায় এক দশক পর অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ডিসেম্বর আরো ২০টি পৌরসভা ও নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় এবং ভোট গণনা শুরু হয় রবিবার সকাল ১০টা থেকে।

মহারাষ্ট্রের কৃষক সংকট, মহিলাদের জন্য সরকারের সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের অর্ধেক পরিশোধ এবং আর্থিক সাহায্যের অভাবের কারণে বিরোধীরা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রত্যাশা করেছিল। তবে মহায়ুথির জয় এই পরিস্থিতির বিপরীতে এসেছে।

শিবসেনা (ইউবিটি)-র সিনিয়র নেতা অম্বাদাস ডানভে বলেন, 'মহায়ুথি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তার পেছনে শাসক দলের শক্তি এবং অর্থশক্তির অবদান রয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় সম্ভব হয়েছে।'

রাজস্থানে আজমির শরীফ দরগায় ৮১৪ তম বার্ষিক উরসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফ থেকে চাদর পেশ

আজমের, ২২ ডিসেম্বর: রাজস্থানের আজমির শরীফ দরগায় ৮১৪ তম বার্ষিক উরস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক চাদর পেশ করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু আজমিরে এসে প্রধানমন্ত্রী পাঠানো চাদরটি দরগায় পেশ করেন এবং তা ধর্মীয় প্রথা অনুসারে পেশ করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রথা অনুসারে চাদরটি দরগায় দেওয়া হয়।চাদর পেশ করার পর, কিরণ রিজিজু মেহফিলখানায় পৌঁছে সেখানে দরগার খাদেমদের দ্বারা একটি ঐতিহ্যবাহী দাস্তারবন্দি গ্রহণ করেন এবং তাকে তবারুক উপহার দেওয়া হয়। এরপর, বুলন্দ দরওয়াজায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠানো হয়, যা সেখানে উপস্থিত সকলকে শোনানো হয়।এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সময়, দরগা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No:-02/PNIT/EE/WRD-IV/BLN/2025-26
Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/PNIT-02/BLN/7942-7980 Dated, Belonia the 18-12-2025

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Last date & time of Receipt Application	Last date & time of droping with Place of Droping	Time of Completion	Class of Tenderer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mtc. of Different M.I Schemes under Water Resource Division No-1, Belonia/Hiring of pertrol operated Maruti Van (OMNI)/Maruti EECO, along with driver for inspection of work site and other related works under Rajnagar and BC Nagar Block for the year 2025-2026 (For One Year). DNIT NO:- 02/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2025-26	3,83,5000.00	7,670.00	1,000.00	06/01/2026 Upto 4.00 PM	08/01/2026 Upto 3.00 PM O/o the EE/WRD-IV/BLN	01(One) Year	Appropriate Class
2	Mtc. of Different M.I Schemes under Water Resource Division No-11, Belonia/SH:-Hiring of Maruti EECO (latest Model) along with Driver for The Assistant Engineer, Water Resource Sub-Division No-11, Belonia during the year 2025-26 (For 01 Year). DNIT NO:- 03/DNIT/EE/WRD-IV/BLN/2025-26	3,74,800.00	7,496.00	1,000.00	06/01/2026 Upto 4.00 PM	08/01/2026 Upto 3.00 PM O/o the EE/WRD-IV/BLN	01(One) Year	Appropriate Class

Note:-
1. All other details are available in the office of the undersigned

For & On Behalf of the Governor of Tripura
(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

ICA/C-3550/25

PNIeT No.: 26/EE/TLM/2025-26, Dated 17/12/2025.
Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentagerate e-tenderin singlebid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class& Categoryregistered any wing of State(s) PWD or CPWD /MES /Railway[Eligibility criteria as perSECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:-

Sl No.	D'NIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/ Technical Bid	Bid Validity
1	33/CE/PWD(R&B)/ ACE(P&DU)/2025-26	4,03,23,410.30	8,06,468.00	240(Two Hundred forty) days	Upto 3.00 PM on 01/ 01/2026	At 4.00 PM on 01/01/ 2026 (If Poossible)	90(Ninety) days from the due date of its Opening

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://uipmatenders.gov.int.
2. Any subsequent caigeud will be available in the website only.

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

ICA/C-3558/25

ভারতীয় ইলেকট্রনিক্স সেক্টর সৃষ্ট করছে নারী-অধিক বৃহত্তর কর্মসংস্থানের সুযোগ: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়া দিল্লি, ২২ ডিসেম্বর: ভারতের ইলেকট্রনিক্স সেক্টর বর্তমানে নারী কর্মীদের জন্য বৃহত্তর এবং দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে, এমন মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি সম্প্রতি একটি টুইটারে এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রকাশ করেন।তিনি উল্লেখ করেন যে, তাইওয়ানভিত্তিক ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি ফক্সকন সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে তাদের নতুন আইফোন অ্যাসেম্বলি ফ্যাক্টরিতে প্রায় ৩০,০০০ কর্মী নিয়োগ করেছে, যার মধ্যে ৮০ শতাংশই নারী। এই পদক্ষেপটি মাত্র ৮-৯ মাসের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।মন্ত্রীর কথায়, 'দশ বছর আগে যে কোনো "নারী নেতৃত্বাধীন মেগা ফ্যাক্টরি" কল্পনাও করা যেত না।' তিনি আরও বলেন, 'ইলেকট্রনিক্স সেক্টর এখন বৃহত্তর, দক্ষ এবং বিশেষত নারীদের জন্য চাকরি তৈরি করছে। প্রযুক্তি স্থানান্তর, নারী ক্ষমতায়ন এবং জীবনযাত্রা সহজীকরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে এটি প্রমাণিত।'ফক্সকন বর্তমানে তাদের নতুন আইফোন অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্টে প্রায় ৫০,০০০ কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা করছে। নতুন প্ল্যান্টটি ২৫০,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এটি ভারতের বৃহত্তম উতাদন ইউনিট হিসেবে তৈরি হবে।এছাড়া, ফক্সকন দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানায় তাদের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। ২০২৫ সালে, তামিলনাড়ুর প্ল্যান্টে আরেকটি ১৪,০০০ উচ্চমূল্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ্য, ফক্সকন বর্তমানে ভারতীয় বাজারে আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেল উৎপাদন করছে, যার অধিকাংশ রপ্তানি বাজারে পাঠানো হচ্ছে।

শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে গণঅবস্থানে সামিল গণমঞ্চ। ছবি নিজস্ব।

ইইআই-এনইআর এবং টি-সমেটি''র যৌথ উদ্যোগে চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: সম্প্রতি লেম্বুছড়াস্থিত ত্রিপুরা স্টেট এগ্রিকালচারের ম্যানেজমেন্ট এন্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টি-সমেটি)-এ 'কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি-কভারডেল মডেল''-এর উপর চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

চারদিনব্যাপী এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি বি জমাতিয়া, টি-সমেটি ত্রিপুরার অধিকর্তা অরবিন্দ দেববর্মা, সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ লাহিড়ি। প্রশিক্ষণ শিবিরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকগণ কভার ডেল মডেল-এর মূল উপাদানগুলি যেমন লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এই মডেল-এর ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তিদিনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যৌথভাবে আয়োজন করে এক্সটেনশন এডুকেশন ইনস্টিটিউট, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়, লেম্বুছড়া ও গোয়াহাটি টি-সমেটি।

মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে চন্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত বিসিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুই দিনব্যাপী মৎস্য মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে চন্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত বিসিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ডলুগাঁও স্কুল মাঠে দুই দিনব্যাপী মৎস্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

চন্ডিপুর বিধানসভার অন্তর্গত বিসি নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ডলুগাঁও স্কুল মাঠে দুই দিনব্যাপী মৎস্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলায় কৃষি দপ্তর, পশু পালন দপ্তর, মৎস্য দপ্তর ও বিভিন্ন এস.এইচ.জি গ্রুপের তরফে স্টল খোলা হয়। বিশেষভাবে স্থানীয় মাছের অনেক রকম ভ্যারাইটি নিয়ে স্টল খোলা হয়। সাথে রয়েছে রাজ্যের ও বহিরাজের শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল, বিসিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বেবি রুদ্র পাল, ফিশারী দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর তারেন্দ্র দেববর্মা, কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর পরাগ রায় চৌধুরী, পশুপালন ও প্রাণী বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডক্টর তপন রায় সহ আরো অনেকেই। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সর্বশেষে অতিথিরা স্টল গুলি ঘুরে দেখেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলায় বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড আয়োজন করলো সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা কর্মসূচি ''নকআউট ডিজিটাল ফ্রড''

আগরতলা, ত্রিপুরা, ২২ ডিসেম্বর: ভারতের সর্ববৃহৎ বেসরকারি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড (বিএফএল), যা বাজাজ ফিনসার্ভ-এর একটি অংশ, আজ আগরতলায় ''নকআউট ডিজিটাল ফ্রড'' নামে একটি সাইবার জালিয়াতি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত করা এবং আর্থিক নিরাপত্তা বজায় রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সচেতন করা।

পশ্চিম আগরতলার বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী দশি রাম রিয়াং ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, সাইবার সেল, ত্রিপুরা পুলিশ; শ্রী মনোজ কান্তি ঘোষ ইন্সট্রাক্টর, সাইবার সেল, ত্রিপুরা পুলিশ এবং ড. রূপক দাস, কমার্স বিভাগের প্রধান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রী অমিয় চৌধুরী ত্রিপুরা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি এবং কলেজের অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ।

''নকআউট ডিজিটাল ফ্রড'' কর্মসূচিটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২০২৪ সালের এনবিএফসি-র জন্য নির্ধারিত ফ্রড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে প্রাথমিক স্তরে জালিয়াতি শনাক্তকরণ, কর্মীদের দায়বদ্ধতা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল পরিকাঠামোকে সকলের জন্য আরও সুরক্ষিত করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল এমন কিছু আর্থিক জালিয়াতির বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করা যা প্রতারকরা করে থাকেন, যেমন ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভুয়ো ওয়েবসাইট, যেখানে তারা অসত্য ভাবে ওই সংস্থার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত থাকার দাবি করে এবং তাদের কর্মচারীদের ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণা চালায়।

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের উদ্যোগে আগরতলায় আয়োজিত প্রতারণা সচেতনতা কর্মসূচিতে শ্রী দশি রাম রিয়াং ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ, সাইবার সেল, ত্রিপুরা পুলিশ, সাইবার প্রতারণার ক্রমবর্ধমান হুমকি সম্পর্কে কড়া সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, প্রতারকরা সাধারণত ডিজিটাল সচেতনতা কম এমন ব্যক্তিদের-যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ধনী বা শিক্ষিত-টার্গেট করে থাকেন। তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট'-এর মতো ভিত্তিহীন ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

'এই অপরাধীরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার ছদ্মবেশে হাজির হয়ে দাবি করতে পারে যে আপনার পার্সেলে নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া গেছে, অথবা আপনার এটিএম কার্ড ব্লক হয়ে গেছে, ' তিনি ব্যাখ্যা করেন। 'তাদের উদ্দেশ্য হলো আপনাকে ভয় দেখিয়ে গোপন আর্থিক তথ্য জানাতে বাধ্য করা বা ক্ষতিকর লিঙ্কে ক্লিক করানো।' পুলিশ কর্মকর্তারা জনগণকে সতর্ক থাকার, লোভের ফাঁদে না পড়ার, সন্দেহজনক কার্যকলাপ নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করার এবং কখনোই ঞ্জ্ঞ বা ব্যক্তিগত তথ্য অপরিচিত বা অননুমোদিত অনলাইন উৎসের সঙ্গে ভাগ না করার আহ্বান জানান। 'সতর্ক থাকুন, নিরাপদ থাকুন,' তারা বলেন।

এই উপলক্ষে বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড (বিএফএল)-এর এক মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের কাছে গ্রাহকদের আর্থিক নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা নিয়মিতভাবে অনলাইন এবং অফলাইন মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং সরাসরি নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সতর্কতামূলক বার্তা প্রচার করছি, যাতে সবাই সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হন।'

''নকআউট ডিজিটাল ফ্রড'' সাইবার জগতের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা পরামর্শ প্রদান করে, যাতে ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষিত রাখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে ওটিপি, পিন শেয়ার না করা, সন্দেহজনক ইমেল, এসএমএস, লিংক, কিউআর কোডে ক্লিক না করা এবং অজানা উৎস থেকে অ্যাপ ডাউনলোড না করার পরামর্শ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শহর ও নগরে একাধিক ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়ার্কশপ, ডিজিটাল সচেতনতা প্রচার এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক আউটরিচ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হচ্ছে।

২৫শে ডিসেম্বর''২০২৫ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১২২তম শুভ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর:আগামী ২৫শে ডিসেম্বর''২০২৫ বৃহস্পতিবার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১২২তম শুভ আবির্ভাব দিবস। এই উপলক্ষে আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রী গুরু পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে।

এই শুভ অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক শ্রী সুদীপ কুমার রায়।

অনুষ্ঠান সূচী:-২৪ শে ডিসেম্বর ভাগবত পাঠ (সন্ধ্যা ৫..৩০ মিনিট) সন্ধ্যা ৬.৩০ মি, গঙ্গা আনয়ন ও শুভ নাম যজ্ঞের অধিবাস। ২৫শে ডিসেম্বর:-মঙ্গল আরতি, শৃঙ্গার আরতি ও সমবেত গুরুপূজা। ১০ টা নগর পরিক্রমা। ১২টা ভোগ নিবেদন ও ১টা থেকে ৩টা মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যা ৬ টা নাম যজ্ঞের বিশ্রাম, আরতি ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। ২৬শে ডিসেম্বর:- সকাল ১১টা শীতবস্ত্র বিতরণ। আগরতলার বিভিন্ন এলাকা সহ বিভিন্ন মহকুমায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

আত্মসমর্পণকারী

● প্রথম পাতার পর
এছাড়াও, মূলস্রোতে ফিরে আসা আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মুলতুবি মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে প্রশাসন ও পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনা থেকে

● প্রথম পাতার পর
সত্যিই বাঙালির স্বার্থ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস উদ্বিগ্ন হয়, তবে তাদের উচিত বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হওয়া এবং সেখানকার বাঙালি ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শীতের আমেজে

● প্রথম পাতার পর
আগুনে তৈরি গরম পিঠার মধ্য দিয়েই মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় শেকড়ের কাছে, মনে করিয়ে দেয় সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের উষ্ণতার কথা।

সাংবাদিককে হুমকির প্রতিবাদে এসপি''র দ্বারস্থ বিশালগড় প্রেসক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ ডিসেম্বর: সাংবাদিককে হুমকির প্রতিবাদে সিপাহীজলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে বিশালগড় প্রেসক্লাব সোমবার সন্ধ্যায়। সোমবার সন্ধ্যায় বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশালগড় প্রেসক্লাবের অধিকাংশ সদস্যরা একত্রিত হয়ে সিপাহীজলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে।

তারা এসপিকে জানায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত করার ফলে আগরতলার এক মহিলা ঠিকেদার বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়, এবং ভবতোষ ঘোষ ও তার বাবার নামে টাকারজলা থানায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। মহিলা ঠিকাদারের হুমকির পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাংবাদিক ভবতোষ ঘোষ। তিনি ও এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে টাকারজলা থানায় মামলা করেছেন। মহিলা ঠিকাদারকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন শাসকদলীয় এক নেত্রী মৌসুমী।

মৌসুমির দাপট দেখিয়ে সরকারি কাজে দুর্নীতি করে চলেছেন মহিলা ঠিকাদার। গোলাঘাটি বুড়িমা নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধে বোল্ডার নির্মাণ করা হচ্ছে অত্যন্ত নিম্নমানের।

বোল্ডার তৈরিতে সিমেন্ট এবং কংক্রিট নেই। বালি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বোল্ডার। অর্ধেকের বেশি বোল্ডার ভেঙ্গে গিয়েছে। তাছাড়া বুড়িমা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে তিনি তৈরি করছেন বোল্ডার। নিম্নমানের কাজের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন মহিলা ঠিকাদার সরস্বতী লোধ। তিনি সাংবাদিক ভবতোষ ঘুষকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। মহিলা এক নেত্রীকে নিয়ে টাকারজলা থানাকে প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। মহিলা ঠিকাদার সেই নেত্রীকে নিয়ে সোমবার দিন সিপাহীজলা পুলিশ সুপার অফিসেও গিয়েছেন। বিশালগড় প্রেসক্লাব মহিলা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসপির কাছে দাবি জানান। পাশাপাশি নিম্নমানের কাজের তদন্ত করার জন্য সিপাহীজলা জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল এর কাছেও ডেপুটেশন এবং লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে বিশালগড় প্রেসক্লাব। সাংবাদিককে হুমকির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশালগড় সহ গোটা রাজ্যজুড়ে।

মোহনভুক আরডি ব্লকে পঞ্চায়েতস্তরে সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পঞ্চায়েত স্তরে সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ মোহনভুক আরডি ব্লকের অন্তর্গত কলমখেত গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সজল চৌমহনীতে একটি সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, ধনপুর বিধানসভার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, কলমখেত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঈমান হোসেন, মোহনভুক আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রীনিবাস ভৌমিক, ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস, ভিএসসি চেয়ারম্যান বাসুল্য নোয়াতিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবক দীপঙ্কর দাস, দুলাল মিয়া, মুসলেম মিয়া, বুথ প্রেসিডেন্ট ইউসুফ নবী সহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে যুবকদের হাতে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক, ডাস্টবিন, সিনটেক্স ট্যাঙ্কসহ আরও নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এই সমস্ত সামগ্রী সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রদান করা হচ্ছে এবং এগুলির সুফল আগামী দিনে আরও ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সুবিধাভোগী ও সাধারণ মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয়দের মতে, কলমখেত গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগগুলি আগামী দিনে মানুষের কাছে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিশালগড়ে আনন্দমার্গ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ২২ ডিসেম্বর : বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান উৎসবমুখর পরিবেশে কড়ইমুড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ধীমান বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যোগায় জাতীয় স্তরের গোল্ড মেডেলিস্ট রিমা বেগম এবং এরাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের ভাইস চেয়ারম্যান শিবসজল ভৌমিক।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সিপাহীজলা ভুক্তির শিক্ষা সচিব অরূপ দাস, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল প্রাণ গোপাল গোস্বামী, স্কুলের এসএমসি সদস্য শিবাজী ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মহান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও ধর্মগুরু শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। পরবর্তীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রধান অতিথি দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় চল্লিশটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। দৌড়, লং জাম্প, রিলে, ব্যালান্স রেসসহ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তারা তাদের দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত পিটি প্রদর্শনী ও পিরামিড ডিসপ্লে দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ ও দলগত চেতনার বিকাশ ঘটে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ায় অভিভাবক ও উপস্থিত দর্শকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পেনশন ও মহার্ঘভাতার দাবিতে

● প্রথম পাতার পর
করা হয়। এদিন আগরতলার ভবিষ্যনিধি ভবন প্রাঙ্গনে অবস্থিত ইপিএফ-র আগরতলা ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইপিএফ ১৯৯৫ পেনশন প্রকল্পের আওতায় থাকা সুবিধাভোগীদের অফলাইন ও অনলাইন আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করা, পাশাপাশি ন্যূনতম পেনশন অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে এই গণবিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরেই পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন আবেদন ঝুলে রয়েছে, যার ফলে প্রবীণ পেনশনভোগীরা চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। অবিলম্বে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

বিক্ষোভ চলাকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর
ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও অটোচালকের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রাকটি কোনও রকম ব্রেক না কষেই সামনের দিক থেকে এসে অটোটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের ফলে অটোর একটি অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে অটোতে থাকা শিশুর বুকে এবং মহিলার পায়ে আঘাত লাগে। অটোর চালকও অল্প বিস্তর আঘাত পেয়েছে।

রেগার নাম পরিবর্তনের

● প্রথম পাতার পর
সভায় উপস্থিত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে এমজিএনরেগা আইন পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এই ধরনের আইনগত পরিবর্তন আনতে চাইছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকাণ্ডেরও কঠোর সমালোচনা করা হয়। এই মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা সহ বামপন্থী বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সমর্থকরা। সভা থেকে গ্রামীণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিতে সরকারি

● প্রথম পাতার পর
দপ্তরের কনফারেন্স হলে।

বৈঠকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে যেসব দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করা হবে, সেগুলিকে সরকার থেকে নির্দিষ্ট লাইসেন্স নিতে হবে। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেসব দোকানে তামাক বিক্রি হবে, সেখানে শুধুমাত্র তামাকজাত সামগ্রীই রাখা যাবেঅন্য কোনও পণ্য বিক্রির অনুমতি দেওয়া হবে না।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর যোগেশ প্রতাপ সিং এবং ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার প্রজেক্ট ম্যানেজার সুজিত ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য, রাজ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকার এবং ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করে কার্যকর করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের পাল্টা চাপ

● প্রথম পাতার পর
অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লির এই পদক্ষেপগুলির পেছনেও নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি অন্যতম কারণ বলে জানা গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুর পর ঢাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। চট্টগ্রামে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের দফতর লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ এবং সিলেটেও উত্তেজনার খবর সামনে আসে। এই পরিস্থিতির মাঝেই চট্টগ্রামে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিসা পরিষেবা বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে বসবাসকারী বহু মানুষ সমস্যার মুখে পড়বেন, কারণ চিকিৎসা, পর্যটন ও অন্যান্য প্রয়োজনে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক ভারতে যাতায়াত করেন। অতীতেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ভিসা পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

বিরোধীরা ক্রুটি

● প্রথম পাতার পর
করার চেষ্টা করেন। চিকিৎসকদের পেশা একটি মহৎ পেশা, যা অন্যান্য পেশার থেকে অনেক আলাদা। ডাক্তারদের অবশ্যই রোগীদের সাথে কথা বলতে হবে এবং ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। তবে, যখন ডাক্তারদের টার্গেট করা হচ্ছে তখন আমার সত্যিই খুব খারাপ অনুভূতি হয়। বর্তমান রাজ্য সরকার একটি নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে এবং রাজ্যকে আরও উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। ২০১৪ সাল থেকেই বর্তমান সরকার জনজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এই সরকার জনজাতির কল্যাণ ও উন্নতির উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরের সেক্রেটারি স্বামী শুভকরানন্দ জি মহারাজ, রাজ্য সরকারের সচিব কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পরজেলাস্তরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং ভবিষ্যতে রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তার খসড়া তৈরি করার জন্য পরিবহণমন্ত্রী জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেন। বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখা, পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট জোন, ফুটপাথ তৈরি করা এবং যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বৈঠকে উপস্থিত এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছেও চিঠি দেবেন বলে বৈঠকে উল্লেখ করেন।

সড়ক নিরাপত্তা, ক্রেতা সুরক্ষা এবং নেশার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল এবং কলেজস্তরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এবছরও ''জাগৃতি'' শীর্ষক এক কর্মসূচি রাজ্যে আয়োজন করা হবে বলে বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জানিয়েছেন। তিনি গত বছর প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ধরনের অনুষ্ঠানে ব্যাপক সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবছরও প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে যুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এরজন্য পরিবহণ দপ্তর, খাদ্য দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে যুক্ত করে এই জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন করতে তিনি পরামর্শ দেন।

রাজ্যের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে আগামী জানুয়ারি মাসে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস উদযাপনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পরিবহণমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের বলেন। বৈঠকে পথ দুর্ঘটনা হ্রাস করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতার পাশাপাশি আইনি নজরদারি ব্যবস্থা কঠোর করা এবং জরিমানা আদায় সহ ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। রোড সেফটি কাউন্সিলের আজকের বৈঠকে রাজ্যের ৮ জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারগণ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন এবং এই বিষয়ে জেলার সর্বশেষ তথ্যাবলি তুলে ধরেন। পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিলের বিস্তারিত কর্মসূচি সভায় সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব অপূর্ব রায়, খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, রাজ্য পুলিশের আই.জি.পি. (আইন শৃঙ্খলা) মঞ্চাক ইপার, ট্রাফিক দপ্তরের সুপার কান্তা জাঙ্গির, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব মৈত্রী দেবনাথ, পূর্ত দপ্তর এবং এন.এইচ.আই.ডি.সি.এল.-এর প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকবৃন্দ।

ত্রিপুরার নাম ভাঙিয়ে জাতীয় ভলিবলে বহিরাজ্যের খেলোয়াড় : রাজ্য সংস্থার বিক্ষোভ ও অভিযোগ দায়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার নাম ভাঙ্গিয়ে বহিঃরাজ্যের খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ; খেলোয়াড় ও ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের তীব্র প্রতিবাদ ও থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আজ সোমবার, বিকাল ৪টায় আগরতলা উমাকান্ত একাডেমি ভলিবল কোর্টে আগরতলা শহরের ভলিবল খেলোয়াড়দের উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজস্থানে ১৬ থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৯তম জাতীয় জুনিয়র ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন এই বছর উক্ত চ্যাম্পিয়নশিপে কোনো দল পাঠায় নি। তা সত্ত্বেও দেখা গেছে, রাজস্থানে ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে বহিঃরাজ্যের কিছু খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। রাজ্যের নিজস্ব প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এবং কাদের মদতে ভিনরাজ্যের খেলোয়াড়রা ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে জাতীয় মঞ্চে নামল, তা নিয়ে খেলোয়াড় মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের সাথে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন। সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ চন্দ সরাসরি অভিযোগ তুলে বলেন, 'আশীষ কুমার সাহারা টাকার বিনিময়ে রাজ্যের নাম বহিঃ রাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, আশীষ কুমার সাহা এবং প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরা ভলিবলের ঠিক কে? কোন অধিকারে তাঁরা রাজ্যের নাম ব্যবহার করে দল পাঠালেন? ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-এর কাছেও এই ঘটনার কৈফিয়ত দাবি করা হয়েছে। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে ভলিবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি কয়েকটি প্রশ্ন ও দাবি রাখা হয়েছে: ১. রাজ্যে প্রতিভাবান ভলিবল খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের সুযোগ না দিয়ে বহিঃ রাজ্যের খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে খেলানো হলো?২. কার অনুমতিতে বা কোন প্রক্রিয়ায় এই ভুয়া দলটিকে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হলো?৩. এই অনৈতিক কাজের নেপথ্যে কাঁরা জড়িত এবং কার স্বার্থে রাজ্যের খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হচ্ছে?৪. আশীষ কুমার সাহা এবং প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যএই ব্যক্তিদের ত্রিপুরা ভলিবলের সাথে বর্তমান সম্পর্ক কী এবং এই ঘটনায় তাদের ভূমিকা কী, তা জনসমক্ষে স্পষ্ট করতে হবে।ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিমান দেব, কোষাধ্যক্ষ উত্তম মালাকার, ত্রিপুরা ভলিবল রেফারি বোর্ডের মিডিয়া ইনচার্জ ও যুগ্ম কনভেনর মনীষ দেবনাথ, মিডিয়া ইনচার্জ ও যুগ্ম কনভেনার, অ্যাডভাইজারি কমিটির কনভেনার স্বপন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ভলিবল সংস্থার সহ-সভাপতি তপন সাহা, যুগ্ম সম্পাদক তাপস নাগ প্রমূখ এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এই নজিরবিহীন জালিয়াতির বিরুদ্ধে আজই আগরতলা পশ্চিম থানায় দুটি পৃথক অভিযোগ এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। একটি খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে এবং অন্যটি ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। দাবি রাখা হয়েছে:-১. যারা ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে খেলেছে, তাদের আসল পরিচয় উদঘাটন করা।২. নেপথ্যে থেকে কারা এই ভুয়ো দল পাঠিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করা।৩. ফেডারেশন কীভাবে এই দলকে স্বীকৃতি দিল, তার স্বচ্ছ তদন্ত করা।৪. দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন এবং রাজ্যের খেলোয়াড় সমাজ এই ঘটনার শেষ না দেখা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত কি খেলবেন রোহিত? বিজয় হজারেতে নামার আগে কোচ গম্ভীরকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিলেন শর্মা

টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। এখন শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলেন। গত দু'টি সিরিজে রান পেয়েছেন। ছন্দে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তবে এখনও ২০২৭ সালের বিশ্বকাপে তাঁর খেলা নিশ্চিত নয়। তিনি কি বিশ্বকাপে খেলার কথা ভাবছেন? রোহিত জানিয়ে দিয়েছেন, এখনই অবসরের কোনও ভাবনা তাঁর নেই।

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে, বিশ্বকাপের দলে থাকতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে বিজয় হজারেতে মুম্বইয়ের হয়ে নামবেন রোহিত। তার আগে গুরুগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে বার্তা দিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

রোহিত জানিয়ে দিয়েছেন, যত দিন সম্ভব তিনি খেলে যেতে চান। তিনি বলেন, "আমার জীবনে শুরুটা কঠিন ছিল। কিন্তু এক বার ছন্দ পেয়ে যাওয়ার পর, এক বার বিমানে বসে পড়ার পর তা আর নীচে নামেনি। সেটাই আসল। আমি চাই না, খুব তাড়াতাড়ি সেই বিমান নীচে নামুক। আমি এখনও উপরেই থাকতে চাই।"

কেন বিমানের উদাহরণ দিয়েছেন, তা-ও জানিয়েছেন রোহিত। তিনি বলেন, "সকলেই প্রায় বিমানে চেপেছেন। তাই বিমানের উদাহরণ দিয়েছি। বিমান যখন ৩৫-৪০ হাজার ফুট উপরে উঠে যায়, তখন সকলে নিশ্চিন্তে থাকে। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোয়। জীবনও তাই। এক বার ছন্দ পেয়ে গেলে সেখানে থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য অবতরণটাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা নির্ভর করছে আপনি কখন অবতরণ করতে চাইছেন। আমার এখন তেমন কোনও ইচ্ছা নেই।"

রোহিতের টেস্ট থেকে অবসরের নেপথ্যে অনেকেই কোচ গৌতম গম্ভীরের হাত দেখেন। তাঁদের অভিযোগ, জোর করে রোহিতকে অবসর নিতে বাধ্য করেছেন গৌতি। টেস্ট থেকে অবসর নিলেও এক দিনের ক্রিকেটে গত দু'টি সিরিজে রোহিত দেখিয়েছেন, তাঁর ব্যাটে এখনও রান আছে। অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজের সেরা হয়েছেন। ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও ভাল খেলেছেন। আইসিসি-র এক দিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন তিনি। নিজের ফিটনেস নিয়েও খেটেছেন তিনি। ওজন ঝরিয়েছেন। রোহিত বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এখনই অবসরের ভাবনা নেই। ব্যাটের পাশাপাশি এ বার মুখেও সেই বার্তা গম্ভীরকে দিলেন তিনি।

পাশাপাশি রোহিত আরও জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরে অবসরের কথা ভেবেছিলেন তিনি। সেই বিশ্বকাপে রোহিত অধিনায়ক ছিলেন। ফাইনাল পর্যন্ত টানা ১০ ম্যাচ জিতেছিল ভারত। কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়েছিল। ফাইনালে ওই হার মেনে নিতে পারেননি রোহিত। খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। রোহিতের কথায়, "আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপ জেতা। সেটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা ৫০ ওভারের। সেটা না হওয়ায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শরীরে আর কোনও শক্তি বেঁচে ছিল না। দু'মাস লেগেছিল ধাক্কা থেকে ফিরে আসতে।"

কয়েক মাস পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছিল। সেই বিশ্বকাপের কথা ভেবেই অবসর নেননি রোহিত। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতে তাঁর স্বপ্নও পূরণ হয়। রোহিত বলেছেন, "কোনও কাজে অনেক সময় বিনিয়োগ করার পরেও ফলাফল না পেলে খুব হতাশ লাগে। আমার সঙ্গেও সেটাই হয়েছিল। তবে এটাও জানতাম, জীবন শেষ হয়নি। কী ভাবে হতাশা কাটিয়ে আবার ফিরে আসতে হয় সেই শিক্ষা পেয়েছিলাম।"

মন্ধানা ছন্দ না পেলেও অর্ধশতরান জেমাইমার! বিশাখাপত্তনমে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হাসতে হাসতে হারাল হরমনপ্রীতের ভারত

এক দিনের বিশ্বকাপ জেতার পর মাঠে নেমে ভারতের মহিলা দল কেমন খেলে সে দিকে নজর ছিল সকলের। বিশাখাপত্তনমে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হাসতে হাসতে জিতল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান করেছিল শ্রীলঙ্কা। ৩২ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে জিতল ভারত। বিয়ে ভাঙার ১৪ দিন পর মাঠে নেমে ছন্দ পেলেন না স্মৃতি মন্ধানা। ২৫ বলে ২৫ রান করেন তিনি। তবে বিশ্বকাপের ছন্দেই রয়েছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। তাঁর অর্ধশতরানে ম্যাচ জিতল ভারত। পাঁচ ম্যাচে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেলেন হরমনপ্রীত কৌরেরা।

খেলা শুরুর আগে থেকেই মন্ধানার দিকে ক্যামেরা তাক করেছিল। তিনি অনুশীলন করছিলেন এক মনে। খেলা শুরুর আগে সতীর্থদের সঙ্গে হাসিমুখেও দেখা গেল তাঁকে। খুনসুটিও করলেন। কিন্তু খেলতে নামার পর মাঝেমধ্যেই উধাও হয়ে যাচ্ছিল হাসি। দেখে মনে হচ্ছিল, মনের মধ্যে কোথাও ব্যক্তিগত জীবনের ধাক্কা কাঁটার মতো বিঁধছে।

ভারতের ফিল্ডিংয়ের সময়ও মন্ধানাকে খুব একটা সপ্রতিভ দেখায়নি। ফিল্ডিং মিস করেন। ক্যাচও ছাড়েন। তাঁর হাতে লেগে বল বাউন্ডারির বাইরে চলে যায়। পরে ওপেন করতে নেমে শুরুতে সমস্যা হচ্ছিল মন্ধানার। ঠিকমতো টাইমিং হচ্ছিল না। কয়েকটি বল ব্যাটের কানায় লাগে। যে বলে তিনি চোখ বন্ধ করে অফ সাইডে চার মারেন, সেই বলই সোজা ফিল্ডারের কাছে যাচ্ছিল।

চামারি আটাপাট্টুর এক ওভারে দু'টি চার মারেন মন্ধানা। সেখানেই স্ট্রাইক রেটে কিছুটা বাড়ে। নইলে এক সময় বলের থেকে রান ছিল কম। তিনটি চার মারলেও ১০০-র বেশি স্ট্রাইক রেটে রান করতে পারেননি মন্ধানা। ইনোকা রণবীরার বলে কভারের উপর দিয়ে ছক্কা মারতে গিয়ে নীলাক্ষী ডি'সিলভার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ভারতের সহ-অধিনায়ক।

তবে তার মধ্যেই একটি নজির গড়েন মন্ধানা। মহিলাদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসাবে ৪০০০ রান করলেন তিনি। শীর্ষে রয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটস। তবে সুজির থেকে কম বলে ৪০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছেছেন তিনি।

মন্ধানার পাশাপাশি ব্যর্থ ভারতের আর এক ওপেনার শেফালি বর্মাও। ১২২ রান তাড়া করতে নেমে ৯ রান করে আউট হন তিনি। দুই ওপেনার ছন্দ না পেলেও প্রথম বল থেকে ছন্দে দেখায় জেমাইমাকে। শুরু থেকেই স্কোরবোর্ড সচল রাখেন তিনি। দৌড়ে রান নিচ্ছিলেন। খারাপ বল পেলে চার মারছিলেন। মন্ধানা আউট হওয়ার পর রান তোলার গতি বাড়ান জেমাইমা। শ্রীলঙ্কার কোনও বোলার তাঁকে সমস্যায় ফেলতে পারেননি।কয়েকটি বল ব্যাটের কানায় লাগে। যে বলে তিনি চোখ বন্ধ করে অফ সাইডে চার মারেন, সেই বলই সোজা ফিল্ডারের কাছে যাচ্ছিল।

চামারি আটাপাট্টুর এক ওভারে দু'টি চার মারেন মন্ধানা। সেখানেই স্ট্রাইক রেটে কিছুটা বাড়ে। নইলে এক সময় বলের থেকে রান ছিল কম। তিনটি চার মারলেও ১০০-র বেশি স্ট্রাইক রেটে রান করতে পারেননি মন্ধানা।

শিশির পড়ায় ভারতের ব্যাটারদের কাজটা আরও সহজ হয়ে যায়। অর্ধশতরান করেন জেমাইমা। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন তিনি। জয়সূচক রানও আসে তাঁর ব্যাট থেকেই। ১৪.৪ ওভারে ম্যাচ জিতে যায় ভারত। জেমাইমা ৪৪ বলে ৬৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১০টি চার মারেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। এই ম্যাচে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে বৈষ্ণবী শর্মার। চলতি বছর মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সেই প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে ৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ছ'মাস পরেই ভারতের মহিলা দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নামবে। তার আগে তরুণ প্রতিভাদের দেখে নিতে চাইছেন কোচ অমল মজুমদার। তাই বৈষ্ণবীকে সুযোগ দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কোনও সময়ই মনে হয়নি শ্রীলঙ্কা বড় রান করতে পারবে। এক দিনের বিশ্বকাপে নজরকাড়া ক্রান্তি গৌড় তাদের প্রথম ধাক্কা দেন। আউট করেন অধিনায়ক চামারিকে। ছোট ফরম্যাটে এটি ক্রান্তির প্রথম উইকেট। সেই ধাক্কা থেকে আর ফিরতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ভাল বল করেছেন বৈষ্ণবী। উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৬ রান দিয়েছেন তিনি। অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রীচরণী, দীপ্তি শর্মাদের সামনে হাত খুলে খেলতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ফলে ১২১ রানে শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস।

বিরসা মুন্ডা ফুটবলে চার ম্যাচের ফলাফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর সাব ডিভিশনে আয়োজিত বিরসা মুন্ডা ফুটবল টুর্নামেন্টে সোমবার চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৮ টায় বালিকাদের প্রথম খেলায় ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীবাস ৩-০ গোলের ব্যবধানে হামারি বোর্ডিং হাউসকে পরাজিত করেছে। সকাল দশটায় পরবর্তী ম্যাচে মহারানী হীরাবতী বরক সোসাইটি ৪-০ গোলের ব্যবধানে এমবিবি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কে পরাজিত করেছে। বেলা দেড়টায় তৃতীয় খেলায় অনঙ্গমোহিনী গার্লস হোস্টেল এবং এমটিবি এস টি গার্ল হোস্টেল (এক নম্বর) এর ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র তে শেষ হলে টাইব্রেকারে ২-১ গোলের ব্যবধানে বনানী তুলসীবতী এসটি গার্লস হোস্টেল জয়ী হয়। বালক বিভাগের খেলায় বোধজং বয়েজ হোস্টেল এবং হোলি এডুকেশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র তে শেষ হলে, টাইব্রেকারে বোধজং বয়েজ হোস্টেল টিম ৩-০ গোলে জয়ী হয়।

ঈশানের প্রত্যাবর্তনে খুশি অশ্বিন

টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে 'ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি' নিয়েছেন ঈশান কিষান। ভারতীয় দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়। ক্রিকেটকে সম্মান দিয়েছেন বলেই এমন কামব্যাক সম্ভব হয়েছে। মনে করছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দেশের হয়ে ২০২৩ সালে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। এবার নীল জার্সিতে ফের দেখা যাবে তাঁকে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান করে জাতীয় দলে ঈশানের ডাক পাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে মুখ খুলেছেন অশ্বিন। তিনি বলেন, "এটা একটা উপহার। যা ঈশানকে দিয়েছে ক্রিকেট। কেউ কেউ এর সঙ্গে সহমত নাও হতে পারেন। অনেকেই বলবেন, এটা হয়তো অন্যায্য। কিন্তু জীবন হল বৃত্তাকার। সেখানে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে। এর আগে ঈশান দল থেকে বাদ পড়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসেছে। এর একটাই কারণ। তা হল ক্রিকেটের যে সম্মান প্রাপ্য, তা ও দিয়েছে।"

বিধ্বংসী সেঞ্চুরিতে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে ঝাড়খণ্ডকে জিতিয়ে 'বঞ্চিত' তকমা ঘোচানোর মরিয়া চেষ্টা একটা করেছিলেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। ফাইনালে ৪৯ বলে ১০১ রানের ইনিংসে ছিল ছ'টা চার ও ১০টা ছয়। ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করে তিনিই শীর্ষ রান সংগ্রাহক। গড় ৫৭.৪৪। স্ট্রাইকরেট ১৯৭.৩। এরমধ্যে ২টি শতরান এবং ২টি অর্ধশতরান রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতীয় দলে ঈশান সুযোগ পেয়েছেন বলেই মনে করছেন অশ্বিন।

তাঁর কথায়, "ও বুচি বাবু ট্রফিতে খেলেছে। ঈশানের মতো একজন খেলোয়াড় চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছে। দলের হয়ে রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে এক নম্বর পারফর্মার ছিল ও। এরপর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নেতৃত্ব দিয়ে পারফরম্যান্স করে দলকে জিতিয়েছে। তাই এখানে ব্যক্তি ঈশানের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ক্রিকেটার ঈশান। খেলাটাকে সম্মান করেছে বলেই এই সাফল্য।" উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ এ-তে নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে ভারত। ৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। এখন দেখার, ঈশানের বিশ্বকাপ ভাগ্য কেমন যায়।

আগামীকাল থেকে বিজয় হাজারে ট্রফি ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন গুজরাটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন গুজরাটে। খেলা শুরু ২৪ ডিসেম্বর থেকে। আজ সোমবার ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস সেরে নিয়েছেন। আগামীকালও কোচ থেকে খেলোয়াড়রা শেষ সময়ের টিপস নেবেন। ২৪ ডিসেম্বর গুজরাট কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ কেরালার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা দল ২৬ ডিসেম্বর এ ডি এস এ রেলওয়ে ক্রিকেট গ্রাউন্ডে পন্ডিচেরীর বিরুদ্ধে খেলবে। ত্রিপুরার তৃতীয় ম্যাচ রাজস্থানের বিরুদ্ধে একই মাঠে ২৯ ডিসেম্বরে। লীগ পর্যায়ে চতুর্থ ম্যাচে ত্রিপুরা দল ৩১ ডিসেম্বর মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বি গ্রাউন্ডে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। একই স্টেডিয়ামে পঞ্চম খেলায় ৩ জানুয়ারি ত্রিপুরা খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে এবং ষষ্ঠ খেলায় ৬ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে। লীগ পর্যায়ে শেষ তথা সপ্তম ম্যাচে ত্রিপুরা দল খেলবে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে গুজরাট কলেজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ৮ জানুয়ারিতে।

অ্যাশেজ জিতে টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে জায়গা আরও মজবুত করল অস্ট্রেলিয়া, কত নম্বরে ভারত

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার দাপট অব্যাহত। রবিবার অ্যাডিলেডে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮২ রানে হারিয়ে ইতিমধ্যেই সিরিজ জিতে গিয়েছে তারা। বাকি আরও দু'টি টেস্ট। অ্যাডিলেডে জয়ের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নিজেদের জায়গা আরও মজবুত করেছে তারা। আরও খারাপ অবস্থা হয়েছে ইংল্যান্ডের।

ছয় টেস্টের ছ'টিতেই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। তাদের পয়েন্ট ৭২। পয়েন্টের শতাংশ ১০০। এই পয়েন্টের শতাংশের উপরেই নির্ভর করে শীর্ষ দু'দল টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলে। অস্ট্রেলিয়া যে ভাবে এগোচ্ছে, তাতে খুব অঘটন না ঘটলে ২০২৭ সালের ফাইনালে তাদের খেলার কথা।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানের মাটিতে দুই টেস্টের একটি জিতেছে তারা। হেরেছে একটি। তার পর ভারতকে ভারতের মাটিতে দু'টি টেস্টেই হারিয়েছেন টেম্বা বাভুমারা। ফলে তাঁদের পয়েন্ট এখন ৩৬। পয়েন্টের শতাংশ ৭৫। তিন নম্বরে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। দু'টি টেস্টের মধ্যে তারা একটি জিতেছে ও একটি ড্র হয়েছে। তাদের পয়েন্ট ১৬। পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৭। একই অবস্থা চতুর্থ স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কার। একটি টেস্ট জয় ও একটি ড্র করে তাদেরও পয়েন্ট ১৬। শ্রীলঙ্কারও পয়েন্টের শতাংশ ৬৬.৬৭।

পাঁচ নম্বরে পাকিস্তান। তারা একটি টেস্ট জিতেছে ও একটি হেরেছে। পাকিস্তানের পয়েন্ট ১২। পয়েন্টের শতাংশ ৫০। ছ'নম্বরে রয়েছে ভারত। সবচেয়ে বেশি ন'টি টেস্ট খেলেছে তারা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টে ভারত দু'টি জিতেছে ও দু'টি হেরেছে। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'টি টেস্ট জিতলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে হারতে হয়েছে। ফলে ন'টি টেস্টের মধ্যে চারটি জিতেছে ভারত। হেরেছে চারটি। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। ভারতের পয়েন্ট ৫২। পয়েন্টের শতাংশ ৪৮.১৫।সাত নম্বরে রয়েছে ইংল্যান্ড। আটটি টেস্টের মধ্যে দু'টি জিতেছে তারা। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। হেরেছে পাঁচটি টেস্ট। ফলে বেন স্টোকসদের পয়েন্ট ২৬। পয়েন্টের শতাংশ ২৭.০৮। আট নম্বরে থাকা বাংলাদেশ দু'টি টেস্টের মধ্যে একটি হেরেছে। অপর টেস্ট ড্র হয়েছে। তাদের পয়েন্ট ৪। পয়েন্টের শতাংশ ১৬.৬৭। নবম স্থানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সাতটি টেস্টের মধ্যে ছ'টি হেরেছে তারা। একটি টেস্ট ড্র হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট ৪। তাদের পয়েন্টের শতাংশ ৪.৭৬।

মশাল গার্লসের জন্য বিমানবন্দরে জনজোয়ার, সাফ জিতে আইডব্লিউএলে নজর ইস্টবেঙ্গলের

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ইতাহাস গড়ার পর কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতায় ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল দল। রবিবার রাতে ফাজিলা ইকুয়াপুটদের স্বাগত জানাতে কয়েকশো ইস্টবেঙ্গল সমর্থক লাল হলুদ পতাকা, ব্যানার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিমানবন্দরে। কেউ কেউ আবার লাল-হলুদ পতাকার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জাতীয় পতাকাও। সুলঞ্জনা রাউলরা ট্রফি নিয়ে বাইরে আসতেই উচ্ছাসে ফেটে পড়েন তাঁরা।

বিমানবন্দরে এই উচ্ছ্বাস দেখে সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পাওয়া লাল-হলুদের বিদেশি ফুটবলার ফাজিলা ইকুয়াপুত বলেন, "এমন অভ্যর্থনা পাব আশা করিনি।" সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের সুবাদেই সোমবার দুপুরে ক্লাবের পতাকা তোলা হবে। তবে দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ এখন ফোকাস করতে চান আইডব্লুএলের দিকেই। আগামী বুধবার সেতুর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ রয়েছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে। যেহেতু গতবার আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে ইস্টবেঙ্গলের বিজয় রথ এগিয়েই চলছে, তাই এবারও এই টুর্নামেন্টকে অগ্রাধিকার দিতে চাইছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেন, "একটা মরশুমে তিনটে ট্রফি জয় কখনই সহজ কাজ নয়। এটা দলগত প্রচেষ্টার ফসল। সত্যি ভালো খেলেছি এই মরশুমে। নেপালে যাওয়ার আগে আমাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল। আবার আইডব্লুএল নিয়ে ভাবতে হবে। এই জয়ের আনন্দ উপভোগ করে দ্রুত আইডব্লুএলে ফোকাস করাই আমাদের লক্ষ্য।" উল্লেখ্য, গত মরশুমে মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে শেষ আটে ওঠা হয়নি মশাল গার্লসদের। এবার সেই স্বপ্নপূরণ করতে মরিয়া অ্যান্থনিরা।

লিভারপুলের চ্যাম্পিয়নস লিগ দল থেকে বাদ সালাহ আলিসন বললেন, 'কৃতকর্মের দায় নিতে হবে'

মোহাম্মদ সালাহ লিভারপুল তো বটেই, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও সর্বকালের সেরাদের তালিকায় থাকবেন। সালাহ যোগ দেওয়ার আগের লিভারপুল ও পরের লিভারপুল একেবারেই ভিন্ন দুটি দল। দীর্ঘ শীতনিদ্রায় থাকা লিভারপুলকে ইয়ুর্গেন ক্লপের হাত ধরে যে কজন ফুটবলার জাগিয়ে তুলেছেন, সালাহ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু সেই সালাহই এখন ভাবতে পারেন, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

লিভারপুলের জার্সিতেই একের পর এক রেকর্ড ভেঙেছেন সালাহ। সাধারণ এক ফুটবলার থেকে হয়ে উঠেছেন 'মিসরীয় রাজা'। কিন্তু সেই সালাহকে নিয়েই লিভারপুলে এখন তৈরি হয়েছে অস্বস্তিকর এক পরিবেশ, যা সালাহ ও লিভারপুলের মধ্যে আট বছরের বেশি সময়ের সম্পর্ককে নিয়ে গেছে খাদের কিনারায়। এমনকি এ তিক্ততায় সালাহ ও লিভারপুলের বিচ্ছেদের ইঙ্গিতও মিলছে।

গত মৌসুমে লিভারপুলের লিগ শিরোপা জয়ের নায়ক সালাহ এবার যেন নিজের ছায়ায় ডাকা পড়েছেন। ১৯ ম্যাচে করেছেন মাত্র ৫ গোল। এ কারণে লিভারপুলের সর্বশেষ তিনটি লিগ ম্যাচে মূল একাদশে জায়গা হয়নি তাঁর। এর মধ্যে একটিতে বদলি হিসেব নামলেও অন্য দুই ম্যাচে ছিলেন দর্শক। টানা তিন ম্যাচে এভাবে উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টি মানতে পারেননি সালাহ। ৬ ডিসেম্বর লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩—৩ গোলে ড্রয়ের পর বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন মিসরীয় ফরোয়ার্ড।

লিভারপুলের এই উইঙ্গার বলেন, দলে তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে। কেউ একজন সব দোষ তাঁর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এ সময় লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে পড়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করেন তিনি। সালাহর এ কথাই মূলত আগুন ধরিয়ে দেয়। ভেতর—বাইরে শুরু হয় নানামুখী আলোচনা। ইংলিশ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি ওয়েইন রুনি বলেছেন, 'সালাহ লিভারপুলে নিজের সুনামকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।' এমনকি সালাহর এ মন্তব্যের সমালোচনা করেন তাঁর সতীর্থ লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসন বেকারও।

এর মধ্যে গতকাল সোমবার রাতে সালাহকে বাদ দিয়েই ঘোষণা করা হয় চ্যাম্পিয়নস লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে লিভারপুলের স্কোয়াড। 'বিদ্রোহী' সালাহকে শাস্তি দিতেই মূলত তাঁকে আজ রাত ২টায় হতে যাওয়া ম্যাচটির স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইন্টার ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে স্লট বলেন, সালাহর মন্তব্য তাঁকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তবে লিভারপুল কোচ এটাও বলেন, 'একজন খেলোয়াড়ের জন্য সব সময় ফিরে আসার দরজা খোলা থাকে।'

সালাহকে স্কোয়াডের বাইরে রাখা প্রসঙ্গে লিভারপুল কোচ বলেন, 'আমি আগামীকালের (ইন্টারের বিপক্ষে) ম্যাচের জন্য আমার দলকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। আমার বেশির ভাগ ভাবনাই আগামীকালের ম্যাচ ঘিরে। এরই মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে (সালাহ) এ ম্যাচে আমাদের সঙ্গে না নেওয়ার, আর আগামীকালকের পর আমরা পরিস্থিতি আবার দেখব।'

সালাহকে বাদ দিয়েই ঘোষণা করা হয় চ্যাম্পিয়নস লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে লিভারপুলের স্কোয়াড। সালাহর বিস্ফোরক মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে স্লট বলেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে একমাত্র মো (সালাহ) নিজেই। আমি অনুমান করতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয়, সেটি করা ঠিক হবে না। সে কাদের কথা বোঝাতে চেয়েছে, সেটি আমার জন্য বলা কঠিন। আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে সে আমাদের সঙ্গে (সান সিরোয়) ভ্রমণ করছে না।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে এই অঞ্চল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহাকে আহ্বায়ক করে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় বৈঠক আজ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ভার্চুয়ালী আয়োজিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী ছাড়াও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহমা সহ ডোনার মন্ত্রক এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ত্রিপুরা ইনস্টিটিশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অগ্রগতি ও উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সড়ক, রেল, বিমান যোগাযোগ, জলপথ, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করে উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্সকে সমন্বিত ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাবিত কৌশলগত একটি বিস্তৃত রূপরেখা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এই রূপরেখা এই অঞ্চলের বর্তমান পরিকাঠামো, প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিতকরণ সহ ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তৈরী করা হয়েছে। বৈঠকে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির চিহ্নিতকরণ, রিজিওন্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যাক্রো-গ্রিড, বিদ্যুৎ, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পর্যটন, সীমান্ত বাণিজ্যের স্থান ইত্যাদি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন এবং এই ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের প্রস্তাবিত রূপরেখা প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কালাদান মাল্টিমডেল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পটি কার্য্যকর করা, ভারত এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগকারী মাল্টিমডেল করিডোরগুলিকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সুসংহত লজিস্টিক্স হাব, পণ্য পরিবাহী রেল, সমন্বিত শক্তি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই অঞ্চলকে বঙ্গোপসাগর এবং আশিয়ান দেশগুলির প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে এই অঞ্চল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া টাস্ক ফোর্সের উপস্থাপিত এই প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিস্তৃত প্রস্তুতি, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং দুরদর্শিতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা এবং রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সন্ধ্যায় গৃহস্থের বাড়িতে দুঃ সাহসিক চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: সন্ধ্যারাতে গৃহস্থের বাড়িতে দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কদমতলা থানার অন্তর্গত পূর্ব কদমতলা ৩ নম্বর ওয়ার্ডে, গাড়িচালক তপন মালাকারের বাড়িতে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় তপন মালাকার গাড়ি নিয়ে বাইরে ছিলেন। সেই সময় তার স্ত্রী ও সন্তানরা পার্শবর্তী এলাকার একটি মন্দিরে যান। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে চোর বা চোরের দল ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর আলমারি ভেঙে ভেতরে রাখা স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

তপন মালাকার জানান, এই চুরির ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। সন্ধ্যা রাতের মতো সময়ে এ ধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গোটা এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। চোরদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশে হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে টিজেইউ'র কালো ব্যাচ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে চলমান হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে কালো ব্যাচ ধারণ করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন (টিজেইউ)।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু পরিবার থেকে শুরু করে সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবার পর্যন্ত হিংসাত্মক ঘটনার শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে সংগঠনের সদস্যরা কালো ব্যাচ ধারণ করে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং অবিলম্বে হিংসাত্মক ঘটনার অবসান ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি সাজ্জাদ আলি, এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি সুরজিৎ পাল, চিত্রা রায় সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। টিজেইউ নেতৃত্ব জানান, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা না হলে ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

একইসঙ্গে বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে খোয়াইয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও খোয়াই প্রেসক্লাব। বাংলাদেশে আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যমসহ গণতন্ত্র। খোয়াই জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছে খোয়াই প্রেসক্লাব এবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক শুভঙ্কর দে, সভাপতি অতুন দত্ত, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক প্রসেনজিৎ দেব, সভাপতি অসিত বরণ ঘোষ, প্রেসক্লাবের সদস্য প্রীতম তাঁতি, সিদ্ধার্থ শংকর রায় সহ অন্যান্যরা।

দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি: ৮ জন রাহবীরকে পুরস্কৃত করলেন পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের ৮ জন "রাহবীর"কে আজ সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের "রাহবীর" প্রকল্পে রাজ্যে এই প্রথম ৮ জন নাগরিককে তাদের মানবিক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে "রাহবীর" সম্মানে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের গোল্ডেন আওয়ার অর্থাৎ দুর্ঘটনার ১ ঘন্টার মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় এনে আহতদের জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বতন "গুড সামারিটেন" প্রকল্পকে পরিবর্তিত করে "রাহবীর" প্রকল্পের সূচনা করেছে। রাজ্যের যে ৮ জনকে আজ "রাহবীর" সম্মানে সম্মানিত করা হয় এরা হলেন বাবুলাল দেবনাথ, টিটু দত্ত, উত্তম পাল, শ্যামল দাস, সন্তোষ দাস, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, জয়ন্ত সিনহা এবং মিংচুং নোঙ্গা।

পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ১৭তম স্টেট রোড সেফটি কাউন্সিলের বৈঠকের শুরুতে সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র এবং চেক তুলে দেন। নতুন এই "রাহবীর" প্রকল্পে প্রত্যেক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আনার জন্য রাহবীরকে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রকল্পের নিয়ম অনুসারে কোনও দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে যদি একাধিক ব্যক্তি উদ্ধার করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসেন তবে সেক্ষেত্রে পুরস্কৃত অর্থের পরিমাণ সমহারে ভাগ করে দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

আজকের বৈঠকে উপস্থিত অর্থসচিব অপূর্ব রায়, খাদ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন, ট্রান্সপোর্ট কমিশনারেট তথা পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, রাজ্য পুলিশের আইজি.পি.(আইন শৃঙ্খলা) মঞ্জাক ইপার, ট্রাফিক দপ্তরের সুপার কান্তা জাঙ্গির রাহবীরদের সম্মানিত করেন। পরিবহণমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী নতুন এই প্রকল্প চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, পরিবহণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব মৈত্রী দেবনাথ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকবৃন্দ।

বড়দিনের আগে ধর্মনগরের বাজারে মন্দাভাব, ক্রেতাশূন্যতায় হতাশ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: বড়দিন সমাগত হলেও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বাজারে উৎসবের সেই চিরাচরিত আমেজ এখনও দেখা যাচ্ছে না। বড়দিন উপলক্ষে নানা রকম সামগ্রী সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা, তবে প্রত্যাশিত ক্রেতার ভিড় না থাকায় হতাশায় ভুগছেন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের বিভিন্ন বাজারে সাজানো হয়েছে নানা পসরা। কিন্তু ক্রেতাদের আনাগোনা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বড়দিনের উৎসব হলেও এবছর বাজারে স্পষ্ট মন্দাভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতিবছর বড়দিনের আগে পাহাড়ি জনজাতি এলাকা ও প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম থেকে বহু ক্রেতা ধর্মনগরের বাজারে আসেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই বড়দিনের বাজারে প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি হয়। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত মিজোরাম থেকে আগত ক্রেতাদের উপস্থিতি না থাকায় বাজার অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বড়দিনের বাজার ঘিরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা অনেকটাই ভেঙে পড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। তারা আশাবাদী, উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসবে, ততই হয়তো ক্রেতাদের ভিড় কিছুটা বাড়বে।

ধর্মনগরে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ ডিসেম্বর: উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরের জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক যাদব লাল নাথ, উত্তর জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন সহ জেলা পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। সভায় মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনা সভা। প্রথম দফার সভায় যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলির বাস্তবায়ন কতটা অগ্রসর হয়েছে তা খতিয়ে দেখতেই এই দ্বিতীয়

জিবি হাসপাতালে আরও একটি নতুন অপারেশন থিয়েটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: আজ থেকে জিবিপি হাসপাতালে আরও একটি নতুন ডেডিকেটেড ইমার্জেন্সি অপারেশন থিয়েটার শুরু হল। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে মেজর অপারেশন থিয়েটার সংখ্যা ১৯টি এবং মাইনর ওটি সংখ্যা হল ১০টি। বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমার হাসপাতাল থেকে রোগীরা রেফার হয়ে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসছেন। মুমূর্ষু রোগীদের জিবিপি হাসপাতালে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য ছুটে আসতে হয়। সবমিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি মেজর অস্ত্রোপচার (অপারেশন) হয়। তার প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে আজ থেকে সূচনা হল ২৪x৭ ইমারজেন্সি অপারেশন থিয়েটার। ক্রমবর্ধমান পেশেন্ট লোড এর কথা মাথায় রেখে জিবিপি হাসপাতালে এই অপারেশন থিয়েটার নিউ টিচিং হসপিটাল (এনটিএইচ) ইউনিট ওয়ান এবং টু, ওটি কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য সরকারের সহায়তায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে এই ওটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যাতে অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষার সময় কমানো সম্ভবপর হয়। সেই সঙ্গে বহিরাজ্যে রেফারেলও যাতে কমানো যায়। এই নতুন ওটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইমারজেন্সি কেসগুলো এখন যথাসময়ে করা যাবে বলে জানালেন জিবি হাসপাতালে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ ভাস্কর মজুমদার। জিবিপি হাসপাতালে এই অপারেশন থিয়েটার চালু করতে ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিস থেকে সাহায্য করা হয়। তিনজন নার্সিং অফিসার এবং বিভিন্ন স্টাফ প্রদান করা হয়। ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী বলেন, এই নতুন ইমারজেন্সি অপারেশন থিয়েটার চালু করার ফলে শল্য বিভাগে অস্ত্রোপচারের অপেক্ষমান কেসগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হবে।

আজকের এই নতুন অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কনক চৌধুরী, সঙ্গে ছিলেন ডাঃ বিকাশ দেববর্মা, আর.এম.ও, জিবিপি হাসপাতাল, ডাঃ সুভাষ রঞ্জন দাস, এইচ.ও.ডি, ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ তুষার মজুমদার, ডাঃ আশিস দাস, ডাঃ অভীক দেব সহ অন্যান্য চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারিরা। উল্লেখ্য ট্রমা কেয়ার সেন্টারে আর-একটি ওটি অচিরেই চালু হবে।

এসআইআর ও শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে চার ঘন্টার গণঅবস্থান ত্রিপুরা পিপলস পার্টি ও গণ মঞ্চের

আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি ও গণ মঞ্চের উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে আজ চারঘন্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করেছে।

সংগঠন এক নেতৃত্ব জানান, দেশ আজ গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। অভিযোগ, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় বেসরকারিকরণ, মূল্যবৃদ্ধি, কর্মহীনতা, শিক্ষার গেরুয়াকরণ, কৃষক ও শ্রমিক বিরোধী নীতি এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। এরই অংশ হিসেবে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চালু করে কোটি কোটি বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যার অধিকাংশই আদিবাসী, দলিত, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত। একই প্রক্রিয়া ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ একাধিক রাজ্যে শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। সংগঠনগুলির মতে, এর মূল উদ্দেশ্য বিজেপির ক্ষমতা দখল ও টিকিয়ে রাখা এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে দুর্বল করা।

এছাড়াও কেন্দ্র সরকারের আনা নতুন শ্রম কোডকে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, এই শ্রম কোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ধর্মঘট এবং ন্যূনতম মজুরি নিয়ে দরকষাকষির অধিকার খর্ব করা হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষি বীজ ও বিদ্যুৎ বিলকেও কৃষক ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী বলে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অভিযোগ তুলে সংগঠনগুলি জানিয়েছে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, মহিলা, ওবিসি, তপশিলি জাতি, জনজাতি ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চলছে এবং প্রতিবাদী আন্দোলনের উপর দমন-পীড়ন বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল, শ্রম কোড প্রত্যাহারসহ একাধিক দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে গণঅবস্থান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। উক্ত গণঅবস্থানকে সফল করে তুলতে সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আগরতলায় তিনদিনব্যাপী স্বদেশী মেলার প্রস্তুতি শুরু ভোকাল ফর লোকাল ভাবনায় উদ্যোগ পুরনিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: ভোকাল ফর লোকাল ভাবনাকে সামনে রেখে আগামী ৯, ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০২৬ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্বদেশী মেলা।

আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরাএই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করেই আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মেলায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর সমারোহ থাকবে। পাশাপাশি রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বউদ্যোগীদের তৈরি পণ্যের স্টল, বিভিন্ন সরকারি দফতরের তথ্যভিত্তিক স্টল এবং চিরাচরিত খাবারের স্টল মেলায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

প্রতিদিনই মেলায় থাকছে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই মেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সোমবার একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুরনিগমের কমিশনার ডি. কে. চাকমা এবং রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী।

পুরনিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, স্থানীয় শিল্পী ও উৎপাদকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতেই এই স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হল সমবায় ব্যবস্থা সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ডিসেম্বর: দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হল সমবায় ব্যবস্থা। সম্মিলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব তেমনি কর্মসংস্থানের পথও সুগম হয়। আজ তেলিয়ামুড়ার নেতাজীনগরে অশ্বিনীঘোষ স্মৃতি হলে তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত করতে সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। গুজরাটের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে গুজরাট আজ সারা দেশকে পথ দেখাচ্ছে। ঐ রাজ্যে বস্ত্র থেকে শুরু করে দুগ্ধজাতীয় বিভিন্ন পণ্যের বিপণন সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে এবং বিষয়টি দারুণভাবে সফলতার মুখ দেখেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে। রাজ্যে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, তেলিয়ামুড়া বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সুবিধার্থে একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়ন্ত কুমার সাহা, গোপাল বর্মণ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান নীতিন কুমার সাহা। সভা শেষে তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২০,০০১ টাকার একটি চেক সমবায় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ডিসেম্বর: এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া নেতাজিনগরস্থিত অশ্বিনীকুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ।এই সভার উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া , তাছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, এবং অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, বিশিষ্ট সমাজ সেবক অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্যী, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, গোপাল বর্মন, তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কোপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান নীতিন সাহা, কোঅপারেটিভ সোসাইটির ম্যানেজার সমীর ভট্টাচার্য্যী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের গত এক বছরের বিভিন্ন আয় ব্যায়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন সোসাইটির ম্যানেজার। সেইসাথে আগামী দিনে সোসাইটির বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।তাছাড়া উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আলোচনা করতে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে বর্তমান সরকার কিভাবে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে উন্নত করতে বদ্ধপরিকর তার বৃত্তান্ত তুলে ধরেন।তিনি সমবায়ের মাধ্যমে সরকার কিভাবে মানুষকে আরও বেশি বলিষ্ঠ করার দিকে এগিয়ে চলছে সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন। ঠিক তেমনি আগামী দিনে সবার সহযোগিতায় সরকার সমবায় এবং অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়ন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তাছাড়া অনুরূপভাবে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক এবং সমবায়ের বিভিন্ন দিক ওনার আলোচনার মধ্য দিয়ে বিস্তারিত আকারে তুলে ধরেন।অপরদিকে, এদিনের এই অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে রাজনগর ব্লকে জেন্ডার ইকুয়ালিটি অর্থাৎ নারী পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে নতুন চেতনা নামে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ ডিসেম্বর: বর্তমানে নারীরাও পিছিয়ে নেই। পুরুষদের সাথে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলছে নারীরা। আমরা নারী আমরা সব কিছুই পারি - এই কথাটি বারবার প্রমাণিত করছে নারীরা। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী স্বশক্তিকরণের উপর এবং নারীদের আত্মনির্ভর করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ নারীশক্তি মাতৃশক্তি। নারীশক্তি এগিয়ে এলে সমাজ, দেশ সব এগিয়ে যাবে। তাই ভারত সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় স্ব সহায়ক দল গঠনের মধ্যে দিয়ে নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে।

আজ বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে এবং এগিয়ে চলো মহিলা ক্লাসটার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সহায়তায় রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত রাধানগর পঞ্চায়েত মাঠে জেন্ডার ইকুয়ালিটি অর্থাৎ নারী পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে নতুন চেতনা নামে অনুষ্ঠান করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের রাজনগর ব্লক মিশন কোর্ডিনেটর মৃত্যুঞ্জয় দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে মহিলারা নাচ, গান নাটক ইত্যাদি পরিবেশন এর মাধ্যমে বর্তমান সময়ে নারীরাও যে পুরুষদের সমান সমান তা তুলে ধরেন। এছাড়াও রাধানগর বাজারে এই বিষয় নিয়ে একটি রেলি করা হয়। এ বিষয়ে তুলে ধরেন ক্লাস্টার কর্ডিনেটর অন্তরা দেব বলেন এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমান কাজ সমান অধিকার অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী সমান।

দক্ষিণ জেলা ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন পিংকি পাল বলেন ভারত সরকারের নয়ি চেতনা ক্যাম্পেইন এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় হচ্ছে সমাজ এবং নারীদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যে নারীরা যাতে স্ব ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হতে পারে এবং পুরুষ মহিলা উভয়ের সমান অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য। এই এগিয়ে চলো মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর অধীন ৬ টি পঞ্চায়েতের ৩৫৪ টি স্ব সহায়ক দল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি দিদিরা যুক্ত রয়েছেন এবং স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হচ্ছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে দলের দিদিদের মধ্যে উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়।

সাবুম জেলাভিত্তিক পালস পোলিও কর্মসূচি আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ ডিসেম্বর: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল সাব্রুম মহকুমার রাজীব নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, রাজ্যের প্রত্যেক শিশুকে যেন পোলিও মুক্ত রাখা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়াস নিয়েছে। শূণ্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য তিনি অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে এম দাস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas